প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৭ ❖ ১০ - ১৬ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

তরল ঘাতকের বিষাক্ত ছোবল

পারমাকালচার ডিজাইন বা নকশা

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চদিন

তোমরা ছিলে, আছো এবং থাকবে মোদের হৃদয় মাঝারে

আগ্নেশ রোজারিও
জন্ম : ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৯ আগস্ট, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ পানজোরা, নাগরী ধর্মপল্লী

ক্লেমেন্ট গমেজ
জন্ম : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ পানজোরা, নাগরী ধর্মপল্লী

এ বিশ্ব জগত সংসারে তোমাদের উপস্থিতিতে আমরা ছিলাম শান্তিতে স্বস্তিতে ও স্নেহাশ্রয়ে। সময়ের আবর্তে শত কর্মব্যস্ততায় কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। **মা ও বাবা** যেদিন আমাদের কাঁদিয়ে সব ভাইবোনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে তোমরা চলে গেলে পরম পিতার কোলে। মা ও বাবা তোমরা আমাদের কাছে নেই, তবুও মনে হয় এইতো সেদিন তোমরা আমাদের মাঝে ছিলে হাসি আনন্দে। জান মা-বাবা মাঝে মাঝে মনে হয় যদি একটু তোমাদের স্নেহ, আদরের ছায়ায় যেতে পারতাম খুবই তৃপ্তি পেতাম। মা ও বাবা তোমাদের খুব miss করি।

আশীর্বাদ কর মা ও বাবা আমরা যেন তোমাদের আদর্শ, প্রার্থনাময়তা, আন্তরিকতা, নম্রতা, দয়া ও ত্যাগস্বীকার ও কঠোর কর্মময় জীবন অনুসরণ করে সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি।
পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করেন।

পরিবারের পক্ষে —

মেয়ে ও মেয়ে জামাই : পুষ্প-প্রয়াত অমিয়, জয়ন্তী-কর্নেল
ছেলে ও ছেলে বউ : সুবাস-সবিতা, বিলাস-স্বপ্না, রিচার্ড-ইভা
ছেলে : ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি
নাতি-নাতনী : সীমা, লিমা, লিজা, পরিনীতা, অমিত, শিভন, জেইডেন, তনয়, মিশেল, সুইডেন ও স্তুতি

বিজ্ঞ/১৬৯/২৫

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

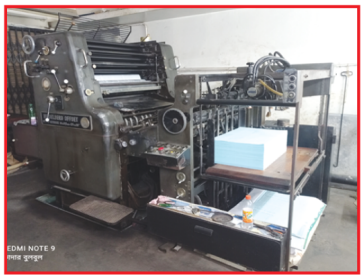

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ২৭
১০ আগস্ট - ১৬ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
২৬ শ্রাবণ - ০১ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

অনিশ্চয়তা ও অন্ধকারের মাঝে আশার আলো

বর্তমান সময় এক গভীর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, দারিদ্র্য, মহামারি, জলবায়ু সংকট কিংবা নৈতিক অধঃপতন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ছায়া ফেলেছে। এসব অস্থিরতার মাঝে অনেকেই হতাশায় নিমজ্জিত। এমনিতর পরিস্থিতিতে বিশ্ব ও দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে যখন এক গভীর অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে, তখন আশার কিছু আলোকবিন্দু নতুন দিশা দেখাচ্ছে। এই আশার বার্তা এসেছে রোমে পালিত পবিত্র যুব জুবিলী, নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত নির্বাচনের তারিখ এবং ঐতিহাসিক জুলাই সনদ থেকে।

ধর্মীয় গ্রন্থগুলোও আমাদেরকে নিরাশার মাঝে আলো দান করে। বিশেষ করে পবিত্র বাইবেল আমাদের মনে করিয়ে দেয়–যেখানে মানবিক শক্তি শেষ হয়, সেখানেই ঈশ্বরের কাজ শুরু হয়। অনিশ্চয়তার মাঝেও তিনি আশার আলো জ্বেলে দেন। বাইবেলের পুরাতন সন্ধির পুস্তক প্রবক্তা যিরমিয়ের ২৯:১১ পদে আমাদেরকে নিরাশ না হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। 'আমি তোমাদের জন্য যে পরিকল্পনা করেছি, তা আমি জানি। এই পরিকল্পনা কল্যাণের, অকল্যাণের নয়; তা তোমাদের ভবিষ্যৎ ও আশার নিশ্চয়তা দেয়।' আবার নতুন সন্ধির পুস্তক মঙ্গলসমাচারগুলোতে দেখি যিশু ঝড়ের মধ্যেও নৌকায় শান্ত মনে শুয়ে ছিলেন। সেই ঘটনা আমাদের শেখায় যে, ঝড় উপস্থিত থাকলেও ঈশ্বর তার নিয়ন্ত্রণ হারান না। আমরা যতই আতঙ্কিত হই না কেন, ঈশ্বর কখনও আমাদের ছেড়ে যান না। তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন–জীবনের তীব্র ঝড়েও তিনি আমাদের সাথে আছেন বলে আমাদেরকে আশা রাখতে হয়।

সারাবিশ্ব বিশেষ করে আমাদের দেশ অনিশ্চয়তার ঝড় মোকাবেলা করছে বেশ কিছুটা সময় ধরে। দীর্ঘদিনের আলোচনা ও চাপের পর নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত নির্বাচনের তারিখ রাজনৈতিক অঙ্গনে এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এ ঘোষণার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি কাঠামোগত ভিত্তি দৃশ্যমান হলো। সম্প্রতি ঘোষিত জুলাই সনদ ছিল জাতীয় সংলাপ ও ঐক্যের একটি সাহসী প্রয়াস। রাজনৈতিক বিভক্তির মাঝে এই সনদ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে এক নতুন সমঝোতার ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। এতে যদি সব পক্ষ আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে, তবে এটি হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি।

এদিকে, রোমে পালিত যুব জুবিলী উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে তরুণরাই জাতির ভবিষ্যৎ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নানা দেশের যুবকদের মিলনমেলায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এক অভিন্ন মানবিক বন্ধন, বিশ্বাস ও আশার বার্তা। এই অনুষ্ঠান প্রমাণ করে, বিশ্ববাসীর মধ্যে সংহতি গড়ার জন্য প্রয়োজন কেবল খোলা মন ও আন্তরিকতা। এই উৎসব কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়; এটি একটি সাক্ষ্য। এক জীবন্ত ঘোষণাপত্র, যা বলে দেয়–ঈশ্বর এখনো কাজ করছেন, বিশেষ করে তরুণদের হৃদয়ে।

বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে হাজার হাজার যুবক-যুবতী যখন একত্র হয়ে প্রার্থনায়, গান-গল্পে, আর আধ্যাত্মিক আলোচনায় অংশ নেয়–তখন আমরা বুঝতে পারি, এই প্রজন্ম শুধুই ভোগের নয়, বরং ভগবানেরও। তারা সমাজের পরিবর্তনে আগ্রহী, বিশ্বাসে দৃঢ়, এবং সেবা ও সহানুভূতির মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্য গড়তে উৎসুক। তাদেরকে আলো হিসেবে আখ্যায়িত করার মাধমে অন্ধকার দূর করার আশা জাগ্রত হয়েছে।

এই উৎসব কেবল আনন্দ আর উদ্‌যাপন নয়–এটি ছিল নীরব প্রার্থনা, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসমর্পণের সময়। পুণ্যপিতা পোপের আহ্বানে যুবকেরা প্রার্থনা করেছিল শান্তির জন্য, যুদ্ধবিধ্বস্ত শিশুদের জন্য, এবং একটি ভালোবাসাপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্য। এই প্রার্থনাগুলো যেন আকাশ ছুঁয়ে বলছিল–আশা এখনো হারায়নি।

এই তিনটি ঘটনাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়–অন্ধকার যতই ঘন হোক, আশার আলো নিভে যায় না। রাজনৈতিক বিরোধ, সামাজিক বৈষম্য বা বৈশ্বিক সংকট যাই থাকুক না কেন, মানবজাতির সম্মিলিত প্রয়াস, নৈতিকতা ও আস্থা নতুন দিনের এবং নব আশার ভিত্তি তৈরি করতে পারে। †

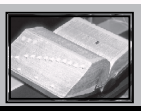

তোমাদের যা যা আছে, তা বিক্রি করে অভাবীদের দান কর। নিজেদের জন্য এমন থলি তৈরি কর, যা জীর্ণ হয় না; স্বর্গে অক্ষয় ধন জমিয়ে রাখ, যেখানে চোর কাছে আসে না, পোকাতেও ধরে ক্ষয় করে না। (লুক ১২:৩৩)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

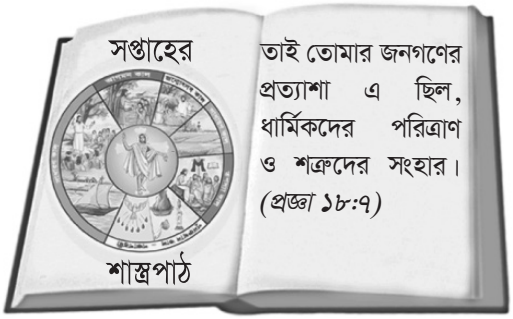

তাই তোমার জনগণের প্রত্যাশা এ ছিল, ধার্মিকদের পরিত্রাণ ও শত্রুদের সংহার। *(প্রজ্ঞা ১৮:৭)*

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১০ আগস্ট - ১৬ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

১০ আগস্ট, রবিবার
সাধারণকালের ১৯শ রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সপ্ত-৩)*
প্রজ্ঞা ১৮: ৬-৯, সাম ৩৩: ১, ১২, ১৮-১৯,২০,২২,
হিব্রু ১১: ১-২, ৮-১৯ (অথবা ১১:১-২, ৮-১২) লুক ১২:৩২-৪৮

১১ আগস্ট, সোমবার
সাধ্বী ক্লারা, কুমারী, *স্মরণ দিবস*
২য় বিব ১০: ১২-২২, সাম ১৪৭: ১২-১৫, ১৯-২০,মথি ১৭: ২২-২৭

১২ আগস্ট, মঙ্গলবার
সাধ্বী যোহান্না ফ্রান্সিস্কা দ্য শাঁতাল, সন্ন্যাসব্রতী
২ বিব ৩১: ১-১৮, সাম ২ বিব ৩২: ৩-৪ক, ৭-৯, ১২ মথি ১৮: ১-৫, ১০, ১২-১৪

১৩ আগস্ট, বুধবার
সাধু পন্‌সিয়ানুস, পোপ এবং **সাধু হিপ্পোলিটুস**, যাজক, সাক্ষ্যমরণগণ
২ বিব ৩৪: ১-১২, সাম ৬৬: ১-৩ক, ৫, ৮, ১৬-১৭, মথি ১৮: ১৫-২০

১৪ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ান কল্‌বে, যাজক ও ধর্মশহীদ, *স্মরণ দিবস*
যোশুয়া ৩: ৭-১০ক, ১১, ১৩-১৭, সাম ১১৪: ১-৬, মথি ১৮: ২১ -- ১৯: ১

১৫ আগস্ট, শুক্রবার
যোশুয়া ২৪: ১-১৩, সাম ১৩৬: ১-৩, ১৬-১৮, ২১-২২+২৪, মথি ১৯: ৩-১২

১৬ আগস্ট, শনিবার
হাঙ্গেরীর সাধু ষ্তিফান ও ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে
যোশুয়া ২৪: ১৪-২৯, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-৮, ১১, মথি ১৯: ১৩-১৫
শনিবার সন্ধ্যা- ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন, *মহাপর্ব*
১ বংশা ১৫: ৩-৪, ১৫-১৬; ১৬: ১-২, সাম ১৩২: ৮-৯, ১৩-১৪, ১ করি ১৫: ৫৪-৫৭, লুক ১১: ২৭-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১০ আগস্ট, রবিবার
+ ১৯৫৩ ফা. মাথিয়াস জে. ওসভাল্ড, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৬ সি. এনরিকা কস্তা, এসসি (দিনাজপুর)
+ ২০২১ ফাদার আলফ্রেড গমেজ (ঢাকা)

১১ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯৪৫ সি. এম. ইউফ্রেজিয়া গ্রিফিন, সিএসসি
+ ১৯৬০ ফা. বেনিতো রোতা, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০১ সি. মেরী বার্ণার্ড, এমসি (ঢাকা)
+ ২০২১ ফা. জুলিও বেরুত্তি, পিমে

১২ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৬০ ব্রা. যোসেফ কিসুম (দিনাজপুর)
+ ২০২২ ফা. এমিলিও স্পিনেল্লি, পিমে (রাজশাহী)

১৩ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৪৩ সি. এম. কলম্বা ক্ল্যান্সি, সিএসসি
+ ১৯৮০ ফা. চেস্টার স্লাইডার, সিএসসি (ঢাকা)

১৪ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭২ ফা. আঞ্জেলো মাজ্জোনি (দিনাজপুর)
+ ২০১৫ সি. মেরী কণিকা, এসএমআরএ (ঢাকা)

১৫ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯৯৮ সি. ডামিয়েন বুশের, সিএসসি

১৬ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৩৮ সি. এম. রোজ বার্ণার্ড গেরিং, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৩৯ ব্রা. ওয়াল্টার জে. রেমলিঙ্গার, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭১ ফা. যাকোব এ. কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৮৬ সি. স্ট্যানিসলাস, এমসি

খ. অনুগ্রহ

১৯৯৬ আমাদের ধর্মময়তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকেই আসে। অনুগ্রহ হল সেই *দয়া,সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অনর্জিত সাহায্য* যা ঈশ্বর আমাদের দান করেন যেন আমরা ঐশ সন্তান, পোষ্য সন্তান হতে পারি, এবং ঐশস্বভাব ও শাশ্বত জীবনের অংশীদার হওয়ার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি।

১৯৯৭ অনুগ্রহ হচ্ছে *ঐশ জীবনে অংশগ্রহণ করা*। এই অনুগ্রহ পবিত্র ত্রিত্বের অন্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করিয়ে দেয়: দীক্ষাস্নান দ্বারা ভক্তবিশ্বাসী খ্রীষ্টদেহের মস্তক খ্রীষ্টের অনুগ্রহদানের অংশগ্রহণ করে। "পোষ্য পুত্র" হিসেবে সে পরমেশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রের সঙ্গে একাত্ব হয়ে ঈশ্বরকে "পিতা" বলে ডাকতে পারে। সে লাভ করে নবজীবন, যে আত্মা তার মধ্যে ভালবাসার প্রাণবায়ু সঞ্চার করেন এবং মণ্ডলীকে গড়ে তোলেন।

১৯৯৮ শাশ্বত জীবনে অহ্বান হচ্ছে *অতিপ্রাকৃত*। তা সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে ঈশ্বরের উদারতাপূর্ণ উদ্যোগের উপর, কারণ একমাত্র তিনিই নিজেকে প্রকাশ ও দান করতে পারেন। এই আহ্বান অন্যান্য সব সৃষ্টজীবসহ মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছা শক্তির ক্ষমতারও উর্ধ্বে।

১৯৯৯ খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সেই দান, যা ঈশ্বর নিজের জীবন থেকে আমাদের দিয়ে থাকেন, যা আমাদের আত্মার মধ্যে পবিত্র আত্মার অনুপ্রবেশের মাধ্যমে আমাদের আত্মাকে নিরাময় করে ও পবিত্র করে। এটি *পবিত্রকারী বা ঈশ্বরতুল্যকারী অনুগ্রহ* যা আমরা দীক্ষাস্নানে লাভ করে থাকি। আমাদের মধ্যে এই অনুগ্রহ পবিত্রীকরণের একমাত্র উৎস হয়ে থাকে।

২০০০ পবিত্রকারী অনুগ্রহ একটি স্বারূপ্য অনুগ্রহদান, স্থায়ী ও অতিপ্রাকৃত অবস্থা, যা আত্মাকে সিদ্ধতা দান করে, যেন সে ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করার যোগ্য হয়ে উঠে ও তাঁর ভালবাসার শক্তিতে কাজ করে। *স্বারূপ্য অনুগ্রহ*, যা ঈশ্বরের আহ্বান অনুসারে জীবনযাপন ও কাজ করার স্থায়ী ব্যবস্থা, তা *প্রবর্তক অনুগ্রহ* থেকে ভিন্ন। প্রবর্তক অনুগ্রহ বলতে আমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরেরই পূণ্যকর্মকে বোঝানো হয়, যা সম্পন্ন হতে পারে মনপরিবর্তনের শুরুতে, অথবা পবিত্রীকরণের প্রক্রিয়ায় যে কোন সময়ে।

২০০১ ঐশ অনুগ্রহ গ্রহণে *মানুষের প্রস্তুতি* ইতোমধ্যেই একটি অনুগ্রহের কাজ। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ধর্মময়করণের কাজে আমাদের সহযোগিতা জাগ্রত প্রয়োজন। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে সূচনা করেছেন তা তিনি সুসম্পন্নও করেন. "কেননা, তিনি আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে যে কাজ সম্পন্ন করেন, তা নিজেই প্রথমে শুরু করেছিলেন যেন আমরা নিজেরাই তা ইচ্ছা করি।

২০০২ ঈশ্বরের স্বাধীন উদ্যোগ দাবি করে *মানুষের স্বাধীন সাড়াদান*, কারণ ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করে তার মধ্যে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জানার ও তাঁকে ভালবাসার ক্ষমতা দান করেছেন। আত্মা কেবল মাত্র ভালবাসার মিলনের মধ্যে প্রবেশ করে। ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ মানুষের আত্মাকে স্পর্শ করেন, এবং প্রতক্ষ্যভাবে মানুষের হৃদয় গতিশীল করে তোলেন। মানুষের মধ্যে তিনি স্থাপন করেছেন সত্য ও মঙ্গলময়তা জানার এক প্রবল বাসনা, যা একমাত্র তিনিই পরিতৃপ্ত করতে পারেন। "শাশ্বত জীবনের" প্রতিশ্রুতি, আশাতীতভাবে, এই বাসনার প্রতি সাড়া দেয়:

তুমি যদি তোমার অতি উত্তম কাজের শেষে..., সপ্তম দিনে বিশ্রাম করে থাক, তা হলে তুমি এই কথাই পূর্ব থেকে তোমার পুস্তকের কণ্ঠস্বর দিয়ে আমাদের বলে দিয়েছো যেন আমাদের সকল কাজের শেষে আর সে কাজগুলোও "অতি উত্তম" কেননা সেগুলো তোমার কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি, আমরাও শাশ্বত জীবনের বিশ্রামবারে তোমাতেই বিশ্রাম নিতে পারি।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যাজকের আত্মিক যাত্রা

ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং

যাজক হওয়ার অর্থ শুধুমাত্র একটি পদ নয়, বরং তা হলো আত্মার এক নিবেদিত যাত্রা। যেখানে প্রেম, প্রতিজ্ঞা, ত্যাগ ও ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণই জীবনের মূলসুর। একজন পবিত্র যাজকের জীবন বাইরের চোখে সাধারণ মনে হলেও, তার অন্তর ভরে থাকে ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম, প্রতিজ্ঞা ও আত্মিক ত্যাগের গভীর বোধে, তাদের সরলতায় লুকিয়ে থাকে আকাশসম গভীরতা। যাজক হওয়া মানে কেবল পবিত্র বস্ত্র পরিধান করা নয়; বরং প্রতিটি নিঃশ্বাসে, প্রতিটি কাজ-কর্মে ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে নিবেদন করা। যাজক নিজেকে একটি গোলাপ ফুলের মতো সমর্পণ করেন ঈশ্বরের বেদীতে; তাজা, নিষ্পাপ ও সুগন্ধময় আত্মার প্রতীকরূপে। কখনো তিনি আত্মত্যাগের ভেড়ার মতো নিঃশব্দে নিজেকে বিলিয়ে দেন মণ্ডলীর সেবায়, আবার কখনো কঠোর পরিশ্রমে জমি চাষের বলদের মতো ঈশ্বরের রাজ্য গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তার জীবনে কখনও থাকে ফসল ফলানোর আনন্দ, আবার কখনও ভেড়ার মতো আত্মত্যাগের কষ্ট। যাজকের প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি ত্যাগ এবং ঈশ্বরের প্রতি দেওয়া প্রতিশ্রুতির মতোই বিশুদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী। এসব কিছু মিলেই এক মহান আত্মিক যাত্রা।

প্রাসঙ্গিক একটি গল্প বলি- যা একদিকে যেমন একটি সরল হৃদয়ের ঈশ্বরের প্রতি দেওয়া প্রতিজ্ঞার প্রতিচ্ছবি, তেমনি তা এক পবিত্র যাজকের জীবনের অন্তর্নিহিত সেবা, ত্যাগ ও পরম ভালোবাসার স্বরূপকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে।

'একদা এক ছোট ছেলে ছিলো। যার মন ছিলো সরল ও নিষ্পাপ। তার জীবন ছিলো প্রতিটি মানুষের হৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি, যে যখনই বিপদে পড়তো, তখনই সে ঈশ্বরকে স্মরণ করতো। সে প্রতিবার বিপদের সময় ঈশ্বরকে বলতো, "হে ঈশ্বর, এবার যদি আমাকে তুমি এই বিপদ থেকে রক্ষা করো, আমি যখন বড় হবো, নিজের উপার্জনে, নিজের বুদ্ধি, শক্তি ও সামর্থের মাধ্যমে এক ফুলের বাগান করবো, আর তোমাকে একটি সুন্দর গোলাপ ফুল উৎসর্গ করবো।"

এভাবে একবার নয়, বহুবার, প্রতিবার বিপদের সময় ছেলেটি প্রতিজ্ঞা করতো। সেই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয়বার বললো, "আমি জমি চাষ করে ফসল ফলিয়ে তোমাকে দেবো।" এরপর বললো, "আমি ভেড়া উৎসর্গ করবো।"

তারপর আবার বললো, "আমি একটি বলদ (ষাঁড়) দেব, যে জমি চাষে ব্যবহৃত হয়।"

এভাবে অনেক সময় পেরিয়ে গেলো। ছেলেটি এক সময় কিশোর থেকে যুবক, যুবক থেকে পূর্ণবয়স্ক, এরপর ধীরে-ধীরে এক বৃদ্ধে পরিণত হলো।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে, মৃত্যুর প্রাক্কালে, হঠাৎ স্মরণে এলো তার প্রতিজ্ঞার কথা। সে বললো, "হে প্রভু, আমি তো তোমার কাছে কত প্রতিজ্ঞা করেছি! বলেছিলাম, গোলাপ দিবো, ফসল দিবো, ভেড়া ও ষাঁড় দিবো কিন্তু আমি তো কিছুই দিতে পারিনি! আমি প্রতিজ্ঞা করেও তা পালন করতে পারিনি! আমি তো পাপ করেছি!"

তার এই অনুতপ্ত হৃদয়ের মাঝে এক কোমল ও শান্ত কণ্ঠে ঈশ্বরের উত্তর শুনতে পেলেন, "হ্যাঁ, আমার প্রিয় সন্তান, তুমি হয়তো ভুলে গেছো, কিন্তু আমি ভুলিনি। তুমি যা-যা দিবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তার প্রতিটিই আমি গ্রহণ করেছি, কারণ তোমার উপহার ছিলো বিশুদ্ধ, পবিত্র ও প্রেমময়।"

বৃদ্ধ লোকটি স্তম্ভিত হলো। তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। তখন ঈশ্বর তাকে ব্যাখ্যা করে বললেন:

"শোনো, তুমি যখন গভীর হৃদয় দিয়ে, অনুশোচনাপূর্ণ মনে আমার কাছে ফিরে এসে প্রার্থনা করেছিলে, তা-ই ছিলো সেই গোলাপ ফুল।

তুমি যখন আমার পুত্র যিশুর নামে সুসমাচার প্রচার করে অনেকের মন পরিবর্তন করেছিলে, পাপের পথ থেকে পবিত্রতার পথে ফিরিয়ে এনেছিলে, তা-ই ছিলো সেই জমিতে চাষ করা ফসল।

তুমি যখন আমার জন্য লাঞ্ছনা, গালি, কষ্ট, ত্যাগ সহ্য করেছিলে, তা-ই ছিলো সেই বলদ, যে জমি চাষের জন্য লাঙ্গল টানে।

আর তুমি যখন নিজের স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েছিলে, নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলে, তা-ই ছিলো সেই নির্ভেজাল ভেড়া, যে নিজের জীবনটুকু উৎসর্গ করতেও পিছুপা হয় না।

মূলত, এই গল্পটি একজন পবিত্র যাজকের জীবনের প্রতিচ্ছবি।

একজন সত্যিকার যাজক ঈশ্বরকে ভালোবেসে, নিজের হৃদয় উৎসর্গ করে, যিশুর মত সেবার জীবন বেছে নেয়।

সে কেবল ফুলই দেয় না, সে নিজের জীবন দিয়ে এক পবিত্র বাগান সৃষ্টি করে।

সে কেবল ফসল দেয় না, সে আত্মা ঘরে আনে পবিত্রতার ফল।

সে ষাঁড়ের মতো পরিশ্রম করে, ভেড়ার মতো করে নিজেকে নিঃশেষ করে; যাতে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তৃত হয়।

প্রসঙ্গতই যেমনটি পবিত্র ধর্মপুস্তকে রোমীয় ১২:১ এ বলা হয়েছে: "তোমাদের শরীরকে জীবন্ত, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলিরূপে উপস্থাপন করো, এই হলো তোমাদের আত্মিক উপাসনা।"

এই ছেলেটির প্রতিজ্ঞা আত্মিক ত্যাগ, যাজকের মতোই ঈশ্বরের চোখে প্রিয় ও গৃহীত হয়। কারণ, মানুষ যা দেখে না, ঈশ্বর তাও দেখেন। মানুষ যা ভুলে যায়, ঈশ্বর তাও স্মরণ রাখেন। এবং সেই প্রার্থনা, ত্যাগ ও প্রেমের মধ্যেই ঈশ্বরের রাজ্যের বীজ রোপিত হয়।

একটি সরল প্রতিজ্ঞা যদি প্রেম ও বিশ্বাস দিয়ে করা হয়, ঈশ্বর সেটি পূর্ণ করেন তাঁর নিজের পবিত্রতা দিয়ে। আর একজন পবিত্র যাজকের জীবন হলো সেই প্রতিজ্ঞারই বাগান, যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং সেবক হয়ে উপস্থিত থাকেন। যাজকীয় জীবন হলো প্রেম, প্রতিজ্ঞা, আত্মত্যাগ ও ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি।

"তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনিই তোমাকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করবেন। *(মথি ৬:৬)*" যাজকের জীবনও ঠিক তেমনি নিরবে, নিঃশব্দে বহু আত্মা গড়ার এক নিরলস যাত্রা। বাহ্যিকভাবে হয়তো তিনি একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু অন্তরে তিনি বহন করেন ঈশ্বরের উপস্থিতি, মণ্ডলীর আশ্রয়স্থল ও যিশুর মতোই নিরন্তর এক সেবার আলো।

পৃথিবীর নানা কোণে, নানা বাস্তবতায় তাঁরা যখন একটি করুণ মুখের পাশে দাঁড়ান, যখন তাঁরা একজন যুবকের প্রশ্ন শুনে হৃদয় দিয়ে উত্তর খোঁজেন বা আরোগ্য লাভের আশায় প্রার্থনা ও খ্রিস্টপ্রসাদ চাইলে যখন সব কাজ ফেলে দৌড়ে চলে যান কিংবা একজন প্রবীণের ভেজা চোখ ও নিরব কান্না চুপ করিয়ে দেন একটুখানি প্রার্থনায়; তখনই উপলব্ধি করা যায় যে, একজন যাজক কেবল মণ্ডলীর নয়, তিনি এই সমাজেরও আশ্রয় ও আলোরও দিশারী।

শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্য গঠনে কাথলিক সামাজিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব

প্রিয়াংকা আগ্নেশ গমেজ

কাথলিক সামাজিক শিক্ষার ভিত্তি হলো ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট মানব ব্যক্তির সহজাত মর্যাদা ও অধিকার। কাথলিক সামাজিক শিক্ষার মূল্যবোধগুলো হলো:

পারস্পরিক ভালোবাসা ও মানব মর্যাদা, জীবন আহ্বান, অধিকার ও কর্তব্য, দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য অগ্রাধিকার, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার, পরিবেশ সংরক্ষণ বা সৃষ্টির যত্ন নেওয়া, শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অংশগ্রহণ, স্বাধীনতার মূল্যবোধ ইত্যাদি। এইসব মৌলিক নীতিমালা একে অপরের পরিপূরক এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথে মিলন বা সেতুবন্ধন তৈরি করতে ভূমিকা রাখে। আমাদের পরিবার ও সমাজে বিশ্বাসের ঐক্য এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য কাথলিক সামাজিক শিক্ষার মূল্যবোধগুলো সেবা ও সমঝোতার মনোভাব নিয়ে অনুসরণ করার অঙ্গীকার চর্চা করতে হবে। পাশাপাশি আমাদের বৃহত্তর শান্তি ও সেবার জন্য একসাথে পথ চলার মনোভাব গঠনের মাধ্যমে আমাদের মানসিক সুস্বাস্থ্যেরও যত্ন নিতে পারি। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা ও মানসিক সুস্বাস্থ্য গঠনের অন্বেষণ হলো, যেখানে আমাদের বিশ্বাস নিরাময়ের সাথে মিলিত হয়।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য কাথলিক সামাজিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক, যা তাকে পরিবারে ও সমাজে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে উৎসাহিত করে। এছাড়া মানুষের স্ব-ইচ্ছেকৃত আধ্যাত্মিকতা অনুশীলনের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের চাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর কাথলিক সামাজিক শিক্ষার প্রভাব:

সামাজিক শিক্ষা মানুষকে নিজেদের ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে জানতে এবং নিজেদের বিভিন্ন দুর্বলতা ও শক্তি সম্পর্কে সচেতন হতে সহায়তা করে। যা তাদের আত্ম-সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। ফলে জীবনের সুন্দর লক্ষ্য খুঁজে পায়। কাথলিক সামাজিক শিক্ষা মানুষের আবেগ যেমন: রাগ, দুঃখ বা ভয়কে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখায়। মূলত এতে মানসিক চাপ হ্রাস পায় এবং অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে। কাথলিক মূল্যবোধ খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোকে একটি সুস্থজীবন ধারা গ্রহণে উৎসাহিত করে থাকে। সর্বোপরি কাথলিক সামাজিক শিক্ষা খ্রিস্টের অনুসারীদের সমাজের অবহেলিত, অধিকার বঞ্চিত, দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে উৎসাহিত করে এবং একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য এবং মননশীলতা কী?

মন ও শরীরের যত্ন নিতে হলে আমাদের খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোতে ও সমাজে আধ্যাত্মিকতা অনুশীলন প্রয়োজন। যা তাদেরকে নেতিবাচক আবেগ কমাতে এবং উন্নত মন-মানসিকতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে অন্যদের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। আর মননশীলতার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বর্তমান মুহূর্তের প্রতি তার পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করে থাকে যা তার শারীরিক এবং মানসিক উভয় স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন হয়। মননশীলতার অনুশীলন হলো-ধ্যান, প্রার্থনা, পবিত্র বাইবেল পড়া, ধর্মীয় সেবা বা উপাসনায় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, আত্ম-উপলব্ধির বই পড়া বা লেখার চর্চা করা, শিল্প-সঙ্গীত বা অন্যান্য মাধ্যমে সময় কাটানো যা বিশ্ব এবং অন্যান্য মানুষের সাথে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সংযোগ বৃদ্ধি করে। এই ধরনের মনোযোগ ব্যক্তির নিজস্ব আনন্দ, সম্প্রদায় এবং আত্মীয়তার অনুভূতিও বৃদ্ধি করে।

কর্মক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য:

বর্তমানে কাজ এবং জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই চ্যালেঞ্জিং বিষয়। কর্মক্ষেত্র এবং পারিবারিক জীবন আজ-কাল ক্রমাগত দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, ভারসাম্যহীন কর্মজীবন প্রকৃতপক্ষে মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় কিন্তু সৌভাগ্যবশত, কর্মক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায়, যা অনুপস্থিতি হ্রাস, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উচ্চ মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদের জীবন ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া উপহার এবং এর যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। কাথলিক সামাজিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যকে মানব মর্যাদার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হয়। এটি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে এবং ঈশ্বরের প্রেম ও করুণার মধ্যে একটি সুস্থ, সুখী ও দায়িত্বশীল জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করে।

বাংলাদেশ খ্রিষ্টান ছাত্রাবাস

৯৯, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মোবাইল : ০১৭১১-২৪৪৩৯৬

ছাত্রাবাসে ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

২০২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খ্রিস্টান ছাত্রদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ খ্রিষ্টান ছাত্রাবাসে (আসাদগেট হোস্টেল) ভর্তির জন্য কিছু সংখ্যক সীট খালি আছে। ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রদের আগামী ২৫ জুলাই - ১৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৮:০০ টা থেকে বিকাল ০৬:০০ টা পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম সংগ্রহ করতে ও ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য হোস্টেল অফিস থেকে জেনে নিতে/সংগ্রহ করতে বলা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

হোস্টেল সুপার
ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে
বাংলাদেশ খ্রিষ্টান ছাত্রাবাস
মোবাইল : ০১৭১১-২৪৪৩৯৬

ভর্তির জন্য যা প্রয়োজন:

১) এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার মার্কসীট বা নম্বরপত্র
২) পাল-পুরোহিতের বা পালকের সার্টিফিকেট
৩) ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি,
৪) ভর্তিকৃত কলেজের রসিদ এবং কলেজের আইডি কার্ড
৫) জামানত ও ভর্তিসহ মাসিক বেতন।

বিজ্ঞ/১৭২/২৫

তরল ঘাতকের বিষাক্ত ছোবল

ষ্টিফেন কোড়াইয়া

মদ্যপান একজন মানুষের বা একটি বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর উপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই প্রভাবগুলো দিনে দিনে একজন ব্যক্তি ও তার পরিবার বা একটি সমাজের অস্তিত্ব নিয়ে টান দেয়, যা ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে ধাবিত করে। আরো সহজ করে বলতে গেলে মদ্যপান একজন মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এক কথায় মদ্যপানের মরণ ছোবল সমাজে মানুষের স্বাভাবিক মূল্যবোধ, সুনাম, নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত জীবন ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, যা আজকাল তরল ঘাতক হয়ে বিষাক্ত সাপের ছোবলের চেয়েও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

নিম্নে মদ্যপান একজন মানুষকে কি কি ক্ষতি করে এবং সে অবস্থা থেকে উত্তরণের কতিপয় উপায় সমন্ধে আলোকপাত করা হলো:

শারীরিক স্বাস্থ্য: অত্যধিক মদ্যপান মানুষের লিভারের ক্ষতি করে। লিভার সিরোসিস, হেপাটাইটিস, কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা (উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ) এবং ক্যানসারের ঝুঁকি (স্তন, লিভার, খাদ্যনালী) সহ অসংখ্য স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে যুক্ত। এই সমস্যাগুলো মানুষের উচ্চতর অকাল মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্য: মাদক সেবন বিশেষভাবে মদ্যপান মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য যেমন: হতাশা, উদ্বেগ এবং আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়ায়। ইহা মানুষের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক পরিচালন প্রক্রিয়া ব্যাহত করে, ফলে তার ভাল-মন্দ জ্ঞান লোপ পায়, মানসিক স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা ব্যক্তির সামগ্রিক মঙ্গল-অমঙ্গলকে প্রভাবিত করে।

আসক্তি বা নেশা: দীর্ঘদিন মাদক গ্রহণ বিশেষভাবে মদ্যপান মানুষকে আসক্তি বা মদ্যপানের অভ্যাসের দিকে পরিচালিত করে, যা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নয়, তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়কেও প্রভাবিত করে। মাদকাসক্তির কারণে দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে, যা থেকে মুক্তির জন্য প্রায়শই নিবিড় শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা, দৃঢ় মনোবল ও আত্ম-প্রত্যয় প্রয়োজন হতে পারে।

সামাজিক জীবন যাত্রায় মদ্যপানের প্রভাব

পরিবারে উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণে মহিলাদের অকাল বৈধব্য বরণের সংখ্যা বৃদ্ধি: বর্তমানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে যেকোন আচার অনুষ্ঠানে মদ্যপান একটি নিত্য নৈমত্তিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে কোন আচার অনুষ্ঠান যেন এই বিষাক্ত পানীয়টা ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু এটা গ্রহণ করার আগে একবারও কেউ এর ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে না। অনেকে অত্যধিক মদ্যপানের ফলে নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে, বিশেষভাবে পুরুষদের মধ্যে অনেকে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে যুবতী স্ত্রী ও নাবালক সন্তান-সন্ততিদের অনাথ করে অকালে পরপারে পাড়ি জমায় বা অনেকে

আত্ম হননের পথ বেছে নেয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটির এই অসময়ে চলে যাওয়া পুরো পরিবারটিকে শুধুমাত্র মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ট্রমার মধ্যেই ফেলে দেয় না, বরং পরিবারের বেঁচে থাকা সদস্যদের উপর আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেয়। স্বামীর অকাল মৃত্যুজনিত কারণে খ্রিস্টান সমাজে যেমন বিধবাদের সংখ্যা বাড়ছে, তেমনি তাদের অবস্থার জটিলতাও বাড়ছে। অনেক বিধবা মহিলা যেমন নিরাপত্তা জনিত কারণে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে, তেমনি অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং সামাজিক কলঙ্ক লেপন-জনিত সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে। এছাড়া এতিম বাচ্চাদের প্রতিপালন, খাওয়া-পড়া, যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব প্রায়শই তাদের উপর এসে পড়ে, যা তাদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম করে তোলে আরও জটিল। কোনদিক থেকে পর্যাপ্ত সাহস ও সহযোগিতা না পেলে তাদের এই দুর্বিসহ ও যন্ত্রণাময় জীবন থেকে দেশে বা বিদেশের অনিশ্চিৎ ও অন্ধকার জীবনে ঝাপ দিতে বাধ্য করে। স্ত্রী বা মা হিসাবে পরিবারের শান্তিকামী মানুষটির এই অবস্থায় ছিঁটকে পড়ার জন্য দায়ী স্বামী বা পিতা নামের সেই পুরুষ মানুষটি, যে নিজের ভুলের জন্য তাদের এ অবস্থার জন্য দায়ী।

পারিবারিক অশান্তি: পারিবারিক অশান্তি বলতে-অতিরিক্ত মদ্যপান প্রায়ই ব্যক্তির পারিবারিক জীবন বিভিন্ন সমস্যা ও অশান্তির দিকে পরিচালিত করে। যেমন: পারিবারিক কলহ, সহিংসতা, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের প্রতি অবহেলা বা কর্তব্য পালনে অনীহা প্রকাশ, ফলে চলমান পরিস্থিতিতে সন্তানদের বিশেষভাবে শিশু সন্তানদের মানসিক এবং আচরণগত সমস্যার সৃষ্টি হয়ে পরিবারের জন্য উচ্চ ঝুঁকিতে অবস্থান করা, অতি সামান্য কারণে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অপরাধ প্রবণতা এবং সহিংসতা: অপরাধ প্রবণতা এবং সহিংসতা বলতে, মাদক গ্রহণ বিশেষভাবে অতিরিক্ত মদ্যপানে ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য লোপ পায়, ফলে অন্যের উপর নিজ আধিপত্য (superioty complex) এবং সহিংসতার মনোভাব সৃষ্টি করে, ফলে কটুক্তি, মারামারি, নিজ ও অপরের সম্পত্তি ভাংচুর করা সহ বিভিন্ন অপরাধ সংগঠনে অবদান রাখে, যা ব্যক্তি এবং সমাজে অস্থিতিশীল ও অনিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

অর্থনৈতিক চাপ: মদ্যপান ব্যক্তির নিজের এবং নিজ পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। যেমন- মদ্যপান জনিত কারণে স্বাস্থ্যের অবনতির ফলে কর্ম বিমুখতা বা অপারগতা, ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে স্বাস্থ্যসেবা বা চিকিৎসা খরচ, নেশাগ্রস্ত হয়ে অন্যের ক্ষতি সাধন বা মানহানির জন্য জরিমানা ও আইনি খরচ, নিজ আয় বা উৎপাদনশীলতা হারানো ইত্যাদি কারণে ব্যক্তিকে আর্থিক চাপে ফেলে দেয়, ফলে নিজের ও পরিবারে নেমে আসে অভাব-অনটন, খাদ্যাভাব, চিকিৎসার খরচ বহনে অক্ষমতা ও অবশেষে অকাল মৃত্যু, যা মদ্যপানজনিত কুঅভ্যাসেরই প্রতিফল। সেই সত্য কথাটি আড়াল করে এই অসময়ে মৃত্যুর

কোলে ঢলে পড়ার পুরো দায়টি সৃষ্টিকর্তার উপরই চাপিয়ে দেওয়া হয়।

সামাজিক অসংহতিজনিত ভোগান্তি

সামাজিক অসংহতি: মদ্যপান ব্যক্তির সামাজিক বন্ধন দুর্বল করে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত করে। ফলে পরিবারে, সমাজে ও কর্মস্থলে যোগাযোগ হ্রাস বা বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

জননিরাপত্তা: মদ্য পান মানুষের স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি ও ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সম্পর্কে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে, যার ফলে ট্রাফিক সংঘর্ষ সহ যেকোন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। এটি জননিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করে এবং জরুরী পরিষেবার উপর চাপ সৃষ্টি করে।

মদ্যপান এড়ানো ও মোকাবেলার উপায়

শিক্ষা এবং সচেতনতা

শিক্ষামূলক কর্মসূচী: মদ্যপানের ঝুঁকি সম্পর্কে ব্যক্তি এবং দলগত শিক্ষামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন মাদকাসক্তি বা মদ্য পান প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র এবং কমিউনিটি সেন্টারগুলিতে অতিরিক্ত মদ্যপানের কুফল বা বিপদ সম্পর্কে কর্মশালা বা সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে।

সচেতনতামূলক প্রচারণা: মদ্যপানের কুফল বা বিপদ সম্পর্কে জনসচেতনমূলক প্রচারাভিযানের আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে মদ্যপানের জন্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অপব্যয়গুলো চিহ্নিত করে তা থেকে দূরে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার উপদেশ প্রদান করা যায়। প্রয়োজনে ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে মদ্যপানের অভ্যাস পরিত্যাগে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা করা যেতে পারে।

কাউন্সেলিং এবং চিকিৎসা: যারা মদ্যপান আসক্তি'র সাথে লড়াই করছেন, তাদের জন্য কাউন্সেলিং এবং চিকিৎসা সেবা গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন হতে পারে, তাই পরিবার বা আসক্তি নিরাময়ে সহায়তাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য সহায়তা-গোষ্ঠী, থেরাপি এবং পুনর্বাসন কর্মসূচীগুলোর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারে।

পারিবারিক সমর্থন: মদ্যপানাসক্ত ব্যক্তি তার মদ্যপানের কারণ যদি বলে কোন ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা অন্য কোন সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় খোঁজা, তবে মদ্যপান যে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন সঠিক পথ নয়, বরং ক্রমান্বয়ে নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া, সেটা বুঝিয়ে মদ্যপান অভ্যাস থেকে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা পরিবারের অন্যতম দায়িত্ব এবং এভাবেই পরিবার একটি স্বাস্থ্যকর পারিবারিক পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করতে পারে।

সামাজিক উদ্যোগ

পুনর্বাসন কর্মসূচী: স্থানীয় পর্যায়ে এলাকার নেতৃস্থানীয় এবং মদ-আসক্ত নয় এমন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এলাকা ভিত্তিক মদ-আসক্ত পুনর্বাসন সহায়তা কমিটি গঠন করে সে কমিটির মাধ্যমে মদ-আসক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে মদ্য পানের কুফল এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে প্রথমে সচেতন করার চেষ্টা করা, এতে কাজ না হলে পুনর্বাসন সহায়তা কমিটির পক্ষ থেকে তার বা তাদের উপর স্থানীয় ও সামাজিক চাপপ্রয়োগ করা অথবা পরিবারের অন্য সদস্যদের সম্মতি ও ব্যবস্থাপনায় কোন মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রেরণ করা এবং সর্বশেষ ব্যক্তির নিজ নিরাপত্তা, পরিবার ও এলাকার শান্তি রক্ষার জন্য প্রচলিত মাদক বিরোধী আইনের আওতায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া।

নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ: মদ বিক্রি ও সেবন সম্পর্কিত নিয়মগুলো প্রয়োগ করা, যেমন: আইন অনুযায়ী মদ্যপানের ন্যূনতম বয়স, এলাকায় মদ বিক্রির উপর বিধিনিষেধ আরোপ বা মদের সহজ প্রাপ্যতা প্রতিরোধ ইত্যাদি মাত্রাতিরিক্ত মদ্য পান নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

স্বাস্থ্যকর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ: খেলাধূলা, শিল্পকলা এবং মদ-বিহীন সামাজিক অথবা পারিবারিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা যা মদ্যপানের বিকল্প হিসেবে কাজ করে, এমন সব কার্যকলাপে উৎসাহিত করা যা মানুষকে মদ্যপানাসক্তি থেকে দূরে রাখায় ভূমিকা রাখতে পারে।

ব্যক্তিগত কৌশল

সীমা নির্ধারণ: কি পরিমাণ মদ্যপান একজন মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, তা তার নিজের অনুভূতি বা ভাল লাগা মন্দ লাগার মাধ্যমেই বুঝা যায়। তাই ব্যক্তি নিজেই মদ্যপানের কুফল বা ক্ষতির কথা চিন্তা করে সম্পূর্ণরূপে মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে পারে। ব্যক্তিগত মদ্যপানের অভ্যাস এবং এর কুফল সম্পর্কে সচেতন হওয়া ব্যক্তির আত্মসংযমেরই লক্ষণ।

সাহায্য চাওয়া: ব্যক্তি মদ্যপান-জনিত শারীরিক বা মানসিক সমস্যার লক্ষণগুলো শনাক্ত করে সেসব সমস্যার সমাধান কল্পে দ্রুত মদ্যপান অভ্যাস পরিত্যাগ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করে উদ্ভুত সমস্যা অধিকতর খারাপের দিকে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। এ ব্যাপারে পেশাদার স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান বা সহায়তা কমিটির নির্দেশিকা এবং সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

ভাল মন ও চরিত্রবান বন্ধু নির্বাচন করা: মাদকাসক্ত ও পথভ্রষ্ট বন্ধু-বান্ধবী বা সঙ্গী-সাথীর সঙ্গ ত্যাগ করে ভাল মন ও চরিত্রের অধিকারী এমন সব বন্ধু নির্বাচন করা, যারা মাদক বা মদ্যপানের ক্ষতিকর প্রভাব মুক্ত থেকে নিজেরা ভাল পথে চলছে, তাদের সাথে মেলামেশা ও চলাফেরা মদ আসক্তি এড়িয়ে চলায় সাহায্য করতে পারে। ***(চলবে)***

ফ্ল্যাট বিক্রয়! ফ্ল্যাট বিক্রয়! ফ্ল্যাট বিক্রয়!

মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

ফ্ল্যাটের সাইজ : ১,২৫০ বর্গফুট সম্পূর্ণ টাইলস করা
জমির পরিমাণ : ০.৮৪ অযুতাংশ
তলা : ৩য় তলা, ডান দিকে
বেড রুম : ৩ টা
ড্রইং - ডাইনিং : ১টা (এক সাথে)
টয়লেট : ৩ টা (২ টা ২ বেড রুমের সাথে এটাচড, ১ টা ড্রইং রুমের সাথে কমন)
কিচেন : ১ টা
বারান্দা : ১টা
স্টোর রুম : ২টা

সাপ্লাই এর গ্যাস ও বিদ্যুৎ আছে। এছাড়া পানির সার্বক্ষণিক সরবরাহ আছে।

যোগাযোগ:
০১৭১৩৩৬২৬৭৪
০১৩২১১৩৮৭০৭

বিজ্ঞ/১৭৩/২৫

পারমাকালচার ডিজাইন বা নকশা

বনিফেস সুব্রত গমেজ

ভূমিকা: সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আকাশ, বাতাস, মাটি, পানি, সূর্য, চন্দ্র, তারকা-রাজি, পশু-পাখি, গাছ-গাছালী সর্বশেষ মানুষ সৃষ্টি করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সবই ঠিকঠাক ও ভাল চলছিল। ক্রমান্বয়ে যুগের পর যুগ, মানুষের অতি লোভের ও কার্যক্রমের জন্য এই সুন্দর পৃথিবী আজ ধ্বংসের শিখরে। মাটি, পানি ও বায়ুতে দূষণ অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা চলমান থাকলে এই সুন্দর পৃথিবী তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে, সকল জীব তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এই অবস্থা থেকে এখনই বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। আর দেরী নয়, আসুন আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আপনাদের সামনে একটি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছি। আমার ও বিজ্ঞজনদের গভীর বিশ্বাস, আজকের আলোচ্য পারমাকালচার ডিজাইন বা নকশা যাকে স্থায়ী কৃষি বা স্থায়ী কৃষ্টি বলা হয়, এর মাধ্যমে পৃথিবী পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

পারমাকালচার ডিজাইন

এমা চ্যাম্পম্যান বলেন, "পারমাকালচার প্রকৃতপক্ষে 'পারমানেন্ট এগ্রিকালচার' বা স্থায়ী কৃষি, প্রায়শই এটাকে বাগান করার কতিপয় কৌশল হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এর মধ্যে একটি সত্য রয়েছে যা গড়ে উঠেছে একটি সার্বিক পরিকল্পনার দর্শনের উপর ভিত্তি করে এবং পারমাকালচার কিছু কিছু মানুষের কাছে জীবন দর্শন।

মূলসুর হচ্ছে, প্রকৃতির নানাবিধ উপাদান ব্যবহার ও বিভিন্ন ব্যবস্থা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে মানুষের প্রয়োজন মেটানো ও স্থায়িত্ব অর্জনের জন্য কাজ করা। **পারমাকালচার** আমাদেরকে সম্পদশালী ও স্বাবলম্বী হতে উৎসাহিত করে। এটা কোনো মতবাদ বা ধর্মবিশ্বাস নয় কিন্তু পরিবেশ নির্ভর পরিকল্পিত একটি ব্যবস্থা, যা আমাদেরকে অনেক স্থানীয় ও বিশ্ব সমস্যার সমাধান পেতে সাহায্য করে। এর লক্ষ্যকে অনেক মানুষ স্থায়ীত্ব অর্জনের পথে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন।"

পারমাকালচার শেখায়, কী করে শস্য উৎপাদন করতে হয়, ঘর বানাতে হয়, সমাজ গঠন করতে হয় এবং একই সাথে কী করে পরিবেশের উপর প্রভাব কমাতে হয়। প্রতিনিয়ত এর নীতিমালা উন্নত হচ্ছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জলবায়ু ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মানুষ এর উৎকর্ষ সাধন করছেন।

পারমাকালচার বিশ্বাস

ক) পৃথিবীর পরিচর্যা করা: সকল জীবের বংশ বিস্তার ও জীবন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে, একটি স্বাস্থ্যকর পৃথিবী ব্যতীত মানুষ ভালো ভাবে বসবাস করতে পারে না।

খ) মানুষের পরিচর্যা করা: অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল সম্পদ ব্যবহারে মানুষের সুযোগ থাকবে এবং পরস্পরকে মূল্যায়িত করবে।

গ) অতিরিক্ত সব কিছু অন্যের সাথে সহভাগিতা করা: আদর্শ প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে প্রত্যেকটি উপাদান, একে অন্যকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। আমরা মানুষেরাও একই রকম করতে পারি। আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর পর সম্পদগুলো আমরা,

একই নীতির ভিত্তিতে সহভাগিতা বা বিতরণ করতে পারি।

আদর্শ রীতি

পারমাকালচারের নকশা তৈরীতে, প্রাকৃতিক আদর্শ রীতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রাকৃতিক আদর্শ রীতির মধ্যে বাতাস, ঢেউ এবং সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা ইত্যাদি। এই আদর্শ রীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে পারমাকালচার পরিকল্পনাবিদ সবার মধ্যে এই রীতি কী করে কাজ করে, সে সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে চান। তারা তুলে ধরতে চান যে, কীভাবে এই রীতিগুলো নির্দিষ্ট কোন জায়গার বা নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনার প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। যে জায়গার পরিকল্পনা করতে হবে সেখানে ঐ রীতির প্রয়োগ করার সময়, পরিকল্পনাকারীর মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতার জন্ম নেয়। তিনি বুঝতে পারেন, কী করে ঐ জায়গায় ঐ রীতিগুলো কাজে লাগানো যাবে বা রীতিগুলোর সমন্বিতরূপকে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে।

পারমাকালচার নীতিমালা

১) পর্যবেক্ষণ, যোগাযোগ ও পরস্পরের সক্রিয়তা: নিজেদেরকে প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে, নির্দিষ্ট অবস্থার উপযোগী সমাধান পরিকল্পনা প্রনয়ন করা।

২) শক্তি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা: যখন সম্পদের প্রাচুর্য থাকে তখন তা সংগ্রহ করে রাখা ও প্রয়োজনের সময়ে তা ব্যবহার করতে পারা।

৩) প্রাকৃতিক রীতিতে ফসল উৎপাদন: এটা নিশ্চিত করুন, আপনি যে কাজ করছেন তার জন্য সত্যি কোন পুরস্কার পাচ্ছেন।

৪) নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা ও অন্যের মতামত গ্রহণ করা: এ ব্যবস্থা যেন সঠিকভাবে চলতে থাকে সেটা নিশ্চিত করতে যে কাজগুলো সঠিক নয়, তা থেকে বিরত থাকা বা নিরুৎসাহিত করা।

৫) যে সম্পদ ও সেবা পুনর্ব্যবহার যোগ্য তা ব্যবহার ও মূল্যায়ন করা: আমাদের ভোগবাদী স্বভাব কমাতে হবে এবং যে সম্পদের পুনর্ব্যবহার করা যায় না তার উপর নির্ভরশীলতা কমানো ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা।

৬) বর্জ্য তৈরি না করা: আমাদের কাছে যে সম্পদ আছে তার সঠিক ব্যবহার ও মূল্যায়ন করা যেন তা কোন রকম অপচয় না হয়।

৭) কোন বিষয় বিস্তারিত জেনে পরিকল্পনা গ্রহণ করা: আমরা অতীতে ফিরে গিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। এই পর্যবেক্ষণই হতে পারে আমাদের পরিকল্পনার মেরুদণ্ড।

৮) পৃথক করা নয় বরং সমন্বয় করা: আমরা যদি উপযুক্ত জিনিস বা উপাদান উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করি, তবে সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং একে অপরকে সহযোগিতা করার জন্যে যুক্তভাবে কাজ করে।

৯) ছোট এবং ধীর গতি সমাধান: বড় সমস্যার চেয়ে ছোট ও ধীর গতির সমস্যা সমাধান করা সহজ। এর মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও বেশি স্থায়িত্বশীল ফলাফল অর্জন সম্ভব।

১০) বৈচিত্র্য বা ভিন্নতাকে ব্যবহার ও মূল্যায়ন করা: ভিন্নতা নানাবিধ হুমকি কমিয়ে দেয়। যে পরিবেশে বৈচিত্র্য আছে, সেখানে প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা অনেক

ধরণের সুবিধা লাভ করতে পারি।

১১) প্রান্ত উপাদান ব্যবহার ও মূল্যায়ন করা: অনেকগুলো উপাদান যে জায়গায় এক হয় বা এক সাথে কাজ করে সেখানেই মজার জিনিস ঘটে। আর এই মজার উপাদান বা বিষয়গুলো প্রায়শই বেশি।

১২) পরিবর্তনকে সৃজনশীলতার সাথে ব্যবহার ও সাড়া প্রদান করা: সতর্ক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে যথা সময়ে কাজ শুরু করে যে কোন পরিবর্তনের উপরে আমরা ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারি।

স্তর: পারমাকালচারের নকশা বা পরিকল্পনায় কার্যকরী পরিবেশ ব্যবস্থা পরিকল্পনার জন্যে স্তর ব্যবহার করা অন্যতম একটি কৌশল যা একই সাথে স্থায়ীত্বশীল ও মানুষের জন্যে মঙ্গলজনক। একটি পরিপূর্ণ পরিবেশ ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, এর অন্তর্গত উপাদানসমূহের মধ্যে নানা ধরণ ও নানা মাত্রার সম্পর্ক রয়েছে। এসব উপাদানের মধ্যে রয়েছে গাছ, ভূ-গর্ভস্থ স্তর, ভূ-পৃষ্ঠ, মাটি, ছত্রাক, পোকামাকড় এবং জীব-জন্তু। যেহেতু গাছ-পালা বড় হয়ে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার হয় তাই বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী তার ভিন্ন ভিন্ন অংশে তুলনামূলক স্বল্পস্থানে বেড়ে ওঠে। এ যেন একটি স্তর তার নিচের একটি ও উপরের আরেকটি স্তরের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে। সাধারণভাবে বনে চিহ্নিত সাতটি স্তর আছে:

১) **বিশাল শামিয়ানার মতো গাছ:** এ ব্যবস্থার এটি সবচেয়ে উঁচু গাছ। বড় গাছ অন্যান্য গাছ-পালা ইত্যাদিকে ঢেকে রাখে, কিন্তু সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলে না অর্থাৎ তার মধ্যেও ফাঁক ফোকর থাকে।

২) **তুলনামূলক নিচু গাছের স্তর:** ফলের গাছ, যেমন- আম গাছ, জাম, লেবু ও অন্যান্য খাটো গাছ।

৩) **ছোট ঝোপ জাতীয় গাছ:** এটা গাছের একটি ভিন্ন স্তর, এমন গাছের মধ্যে আছে করমচা, লেবু, হেজ ইত্যাদি।

৪) **গুল্ম জাতীয় গাছ:** এগুলি সাধারণত এক বর্ষজীবী বা দ্বিবর্ষজীবী গাছ। কিছু গাছ অধিক বছরও বাঁচে। এক বছর বাঁচে সাধারণত এমন গাছই এ স্তরে ভালোভাবে খাপ খায়।

৫) **মাটির নীচে ফসল হয় এমন গাছ:** আলু, মূলা, গাজর, বীট, আদা, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি।

৬) **মাটির স্তরের খুব কাছে হয় এমন গাছ:** ঘাস বা শস্য জাতীয় উদ্ভিদ যা মাটি ধরে রাখে ও মাটির ক্ষয় রোধ করে, এগুলো মাটিতে সবুজ সার ও অন্যান্য জৈব পদার্থ যোগ করে, বিশেষ করে নাইট্রোজেন।

৭) **উপরের দিকে বেড়ে ওঠা লতানো গাছ:** বেয়ে ওঠা গাছ বা লতানো গাছ, যেমন– সীম, বরবটি ইত্যাদি।

সংঘ: পারমাকালচারের নকশায় সংঘ হলো, যে কোনো প্রজাতির প্রাণী, কীট-পতঙ্গ বা উদ্ভিদ যা এক জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করে বেঁচে থাকে। একই সম্পদ তারা এক সাথে নানা উপায়ে ব্যবহার করে। এক সংঘের প্রাণী, কীট-পতঙ্গ ও উদ্ভিদ একসাথে খুব ভালো কাজ করে। কিছু গাছ হয়তো লাগানো হয় খাদ্য উৎপাদনের জন্যে, কিছু উপকারী পতঙ্গ আকর্ষণ করার জন্যে এবং অন্য কিছু গাছ লাগানো হয় ক্ষতিকারক পোকা ধ্বংস করার জন্যে। যখন এ রকম বেশ কিছু গাছকে একত্র করা হয় তখন সেগুলি মিলে হয় সংঘ।

প্রান্তিয় প্রভাব: পরিবেশের মধ্যে প্রান্তিয় প্রভাব হলো, একই পরিবেশ ব্যবস্থায় পরস্পর বিপরীতধর্মী দু'টি ভিন্ন পরিবেশকে পাশাপাশি রাখার ফলে সৃষ্ট প্রভাব। পারমাকালচার বিশারদগণ বলে থাকেন যে, যেখানে একদম ভিন্নমুখী ব্যবস্থাগুলো এসে মেলে সেখানে উৎপাদনযোগ্য ও উপকারী সম্পর্কযুক্ত বিশাল এলাকা থাকে। এর একটি ভালো উদাহরণ হলো উপকূলবর্তী এলাকা। এ স্থানটিতে সাগর ও মাটি মিলিত হয়। আর পৃথিবীর একটি বিশাল সংখ্যক মানুষ ও প্রাণীর অনেক ধরণের চাহিদা এখান থেকেই পূরণ হয়। একই ভাবে এ ধারণা থেকেই পারমাকালচারের নকশা বা পরিকল্পনা করা হয়, যেমন– গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের বাগানের সীমানা চলে এঁকেবেঁকে, পুকুর এমন করে কাটা হয় যেন তার কিনারাগুলো ঢেউ খেলানো হয়, অর্থাৎ পুকুর যেন শুধুমাত্র গোল বা ডিম্বাকৃতির না হয় (এটা করা হয় যেন মাটি ও পানির সংযোগ স্থলের পরিমাণ বেশি হয়)। বনভূমি ও খোলা জমির সংযোগ স্থানেই সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয়ে থাকে।

অঞ্চল: অঞ্চল নির্ধারণ হলো, মানুষের পারমাকালচার নকশা বা পরিকল্পনা করার উপাদানসমূহকে সুশৃঙ্খল করার উপায়। এটা করা হয় মানুষ কত ঘন ঘন ঐ উপাদানসমূহ ব্যবহার করছে কিংবা গাছ বা প্রাণীর জন্যে তা কতোটা প্রয়োজন তার উপর নির্ভর করে। অঞ্চলগুলোকে ০ থেকে ৫ পর্যন্ত নামকরণ হয়ে থাকে। এখানে সাধারণত আহরিত উপদানগুলিকে প্রায়শই বাড়ির কাছের ১ বা ২ নং স্থানে রাখার পরিকল্পনা করা হয়। যে সব উপাদান তুলনামূলক কম ব্যবহার করা হয় কিংবা, যে উপাদানগুলো দূরে একটু নির্জনে থাকলে ভালো ফল দেয়, সেগুলিকে দূরের কোনো স্থানে রাখা হয়। যেমন– বন্য প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ।

অঞ্চল-০: ঘর বা বাড়ি হলো অঞ্চল-০ বা কেন্দ্র। এখানে, পারমাকালচারের নীতিগুলো ব্যবহৃত হবে মূলত শক্তির ব্যবহার হ্রাস, পানির চাহিদা কমানো, শক্তি উৎপাদনের জন্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার যেমন, সূর্যের আলো এবং কাজ ও বাস করার উপযোগী একটি সম্প্রীতিপূর্ণ, স্থায়ীত্বশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে। তবে অঞ্চল-০ মূলত একটি ঘরোয়া নাম, বিলমলিসনের বইয়ে এর উল্লেখ নেই।

অঞ্চল-১: এটি বাড়ির সবচেয়ে কাছের অঞ্চল। এখানে পারমাকালচার কৃষি ব্যবস্থায় সে সব উপাদান রাখা হয়, যা খুব ঘন ঘন মানুষের কাজে লাগে বা যেখানে বাগান বা গাছপালা প্রায়ই ঘুরে দেখতে হয়। যেমন– লেটুস, গাজর, শশা, মরিচ ইত্যাদি সালাদের জন্যে প্রয়োজনীয় গাছ কিংবা গুল্ম ভেষজ জাতীয় গাছ, স্ট্রবেরি, পেঁপে ইত্যাদি নরম ফল। এখানে থাকতে পারে গ্রীন হাউস, রান্না ঘরের বর্জ্য ফেলার গর্ত এমন আরো কিছু। শহর এলাকায় অঞ্চল-১ এ সাধারণত বীজতলা থাকে।

অঞ্চল-২: এ অঞ্চলে থাকে বহুবর্ষী উদ্ভিদ যেগুলো সচরাচর পরিচর্যার দরকার হয় না যেমন আগাছা কেটে দেয়া বা গাছের ডাল কেটে দেয়ার প্রয়োজন হয় না। সাধারণত: ফলের বাগান এখানে থাকে। এ জায়গাটি হতে পারে মৌচাকের জন্যে খুবই ভালো জায়গা। এ জায়গায় জৈব সার তৈরির জিনিসগুলো রাখার বড় গর্ত থাকতে পারে।

অঞ্চল-৩: এ এলাকাটিতে সাধারণত প্রধান শস্যগুলো উৎপাদন করা হয়। এ শস্য যেমন নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় তেমনি বাণিজ্যের বা বিক্রয়ের জন্যেও উৎপাদন করা হয়। একবার লাগানো হয়ে গেলে খুবই কম যত্ন ও পরিচর্যার দরকার হয় (যদি মাটিতে আচ্ছাদন বা এ জাতীয় কোনো কিছু ব্যবহার করা হয়)। যে পরিচর্যা এখানে লাগে তা হলো, হতে পারে সপ্তাহে একদিন গাছে পানি দেয়া বা আগাছা পরিষ্কার করা।

অঞ্চল-৪: এটি আংশিক বনভূমি অঞ্চল। এ অঞ্চলটি সাধারণত: ব্যবহার করা হয় পশু খাদ্য বা মানুষের খাদ্য সংগ্রহের জন্য বনে যাবার পথ রূপে। এখানে আসবাবপত্র তৈরির কাঠ সংগ্রহের জন্যেও আসা হয়।

অঞ্চল-৫: এটি একটি বনাঞ্চল। এখানে মানুষের আসার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, মানুষ এখানে আসতে পারে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ও চক্র পর্যবেক্ষণ করতে।

'পরবর্তী বুদ্ধ আর ব্যক্তিরূপে আসবেন না, কিন্তু তিনি আসতে পারেন একটি সমাজরূপে; এমন একটি সমাজরূপে যেখানে মানুষ পরস্পরকে বোঝে ও ভালোবাসার মহানুভবতাকে অনুশীলন করে; এমন একটি সমাজরূপে তিনি আসতে পারেন, যেখানে সবাই সচেতন ভাবে, সহযোগিতার মাধ্যমে আনন্দে ও শান্তিতে বাস করে ও তার অনুশীলন চালিয়ে যায়। এ পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখতে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা আমরা করতে পারি।" - থিচ্ নাট হ্যান

পশ্চিম বঙ্গে পঞ্চ দিন

ফাদার থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিবেরু

ভূমিকা

চার বছর পর ভারতে যাচ্ছি। এ পর্যন্ত ১৮ বার ভারতে ভ্রমণ করেছি বিভিন্ন কারণে: মণ্ডলীর আইন বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ, শিক্ষা সফর, এশিয়ান বিশপদের সিনড্ ও পুণ্যপিতার খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ, চিকিৎসা সেবা ও স্থান পরিদর্শন। ৫ বছরের মাল্টিপল ভিসার পরিবর্তে পেলাম মাত্র ৩ মাসের সিঙ্গেল ভিসা। এই ৩ মাসের মধ্যে ভিসা ব্যবহার না করলে পরবর্তীতে ভারতীয় হাইকমিশন হয়তো আমাকে আর ভিসা দিবেনা। কারণ ১ বছরের মাল্টিপল ভিসা থাকলেও ব্যবহার করিনি, মূলতঃ কোভিড-১৯ এর কারণে। ভারতে ভ্রমণ করেছি ত্রিবান্দ্রাম থেকে নৈনিতাল পর্যন্ত (দক্ষিণ থেকে উত্তরে) ও মুম্বাই থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত (পশ্চিম থেকে পূর্ব)। যতবারই গেলাম, সর্বদা একাধিকবার কলকাতা পার হতে হয়েছে। প্রতিবেশি দেশ ভারত, বিশেষত পশ্চিম বঙ্গের সাথে বাংলাদেশের কৃষ্টি, ভাষা, আচরণ, খাওয়া এ সবের মিল রয়েছে। বাংলাদেশে ৮টি ধর্মপ্রদেশ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল)। পশ্চিমবঙ্গেও রয়েছে ৮টি ধর্মপ্রদেশ (কলকাতা, কৃষ্ণনগর, আসানসোল, বাড়ুইপুর, দার্জিলিং, রায়গঞ্জ, বাগডোগ্রা ও জলপাইগুড়ি)। দুই অংশের ভাষার মধ্যেও রয়েছে কিছু মিল (বাংলা, ইংরেজি, সান্তাল, উড়াও)। পালকীয় কাজের মধ্যেও রয়েছে মিল: মফঃস্বল করা, সেমিনার, সংস্কৃতায়ন, উৎসবমুখরতা, কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আনুগত্য, সেবাকাজের সহভাগিতা, ধ্যান-প্রার্থনার জীবন, দরিদ্রদের ও বঞ্চিতদের প্রতি ভালোবাসা ও চিন্তা, শিক্ষা ও সেবাকাজে উৎকর্ষতা, চিকিৎসা সেবা, দলগত প্রার্থনা ও সহযোগিতা ইত্যাদি।

ভ্রমণ কথা: আগস্ট ২৩-২৮, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

আগস্ট ২৮, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ আমার ভিসার মেয়াদের শেষ দিন। অগত্যা শেষমুহূর্তে ভিসা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিই। ২৩ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ (মঙ্গলবার) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছি সকাল ৭:৫০ মিনিটে। আমরা (বোন সিস্টার স্মৃতি ও আমি) ফ্লাইট ইউ.এস বাংলা, বি.এস ২০১, বোয়িং ৭৩৭-৪০০-এ উঠি। বোর্ডিং কার্ড পাই ৬ই ও ৬এফ। প্লেন যাত্রীতে পূর্ণ, কোন সিটই খালি ছিল না। ঢাকা থেকে কলকাতার বেশ কয়েকটি ফ্লাইট রয়েছে (বাংলাদেশ বিমান, এয়ার ইন্ডয়া, ইন্দিগো, রিজেন্ট, ইউএস বাংলা)। সকাল ১০:২৫ মি. কলকাতার উদ্দেশে ছেড়ে, সকাল ১০:৩৫ মিনিটে (ভারতীয় সময়) প্লেনটি কলকাতার নেতাজি সুবাসচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কলকাতায় অবতরণ করে। সবকিছু সম্পন্ন করে, বেল্ট ১৩ থেকে লাগেজ নিয়ে ডিউটি ফ্রি শপ থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনি। প্রি-পেইড (৩০০/--রুপী) ট্যাক্সি নিয়ে বারাসাতের উদ্দেশ্যে রওনা দেই; ফাদার সুনীল ফ্রান্সিস রোজারিও-র কর্মস্থল (Church of Our Lady of Lourdes, 37/2 Jessore Road) ধর্মপল্লীতে আগের ব্যবস্থা মত। গির্জাটি 'প্রজ্ঞালয়ে'র (চার্চের ধর্মীয়-সামাজিক মিটিং, সেমিনার, কোর্সের সেন্টার) সাথে লাগানো। বেলা ১১:৩০ টায় পৌঁছি। ফাদার সুনীল অনেক বিষয়ে অনেকক্ষণ কথা বলেন। এদিনই বিকাল ৪:৪০ মিনিটে ফাদার সুনীল আমাদেরকে গাড়ী দিয়ে নিয়ে যান প্রথমে 'মর্নিং স্টার কলেজ'-এ। সবাই তখন প্রার্থনায়। কয়েকজন ফাদার সঙ্গ দেন। সেমিনারীর সেক্রেটারী ব্রাদার (কেরালা থেকে) আমাদের সাথে থেকে সবকিছু ঘুরে দেখান। ২২ একর জমি নিয়ে সেমিনারীটি। এখানে রয়েছে ৪টি পুকুর, ফুটবল মাঠ, বাস্কেটবল কোর্ট ও টেনিস কোর্ট। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ২৩০ জন সেমিনারীয়ান এখানে দর্শনশাস্ত্র ও ঐশতত্ত্ব পড়াশোনা করে। এতদোঞ্চলে, এটাই একমাত্র মেজর সেমিনারী। ইংরেজি সেমিনারীর ভাষা হলেও বাংলা ও হিন্দি মোটামুটি চলে। অক্টোবর ২২, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ প্রথমবার এখানে এসেছিলাম রেলস্টেশন থেকে। এখন ততো স্পষ্ট কিছু মনে নেই। ১৯৭২-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন সেমিনারীয়ান (ফ্রান্সিস পালমা, নরবার্ট ম্রং, আলবার্ট মানখিন, আব্রাহাম গমেজ, মার্সেল্লুস টপ্প ও আরও কয়েকজন) দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে। স্বাধীনতাত্তো বাংলাদেশে (১৯৭২ খ্রি.) তখনও মেজর সেমিনারী প্রতিষ্ঠিত হয়নি, আবার পাকিস্তানের মেজর সেমিনারী, করাচীতেও যাওয়া সম্ভব ছিল না। বরং, করাচীতে অধ্যয়নরত সেমিনারীয়ানদের স্বাধীন দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছিল। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার আর্চবিশপ লরেন্স কার্ডিনাল পিকাচী এস.জে. ঢাকায় আসলে, ঢাকার আর্চবিশপ, টি.এ. গাঙ্গুলী তাকে অনুরোধ করেন যেন এবার যারা আই.এ পরীক্ষা দিবে, তাদেরকে যেন মর্নিং স্টার কলেজ (মেজর সেমিনারী)-এ গ্রহণ করা হয়। মহামান্য কার্ডিনাল এতে আনন্দচিত্তে রাজি হন। ব্যারাকপুরের এই সেমিনারীটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৬০ কি.মি. দূরে।

ব্যারাকপুর হুগলী নদীর পূর্বদিকে, কলকাতা থেকে ২৪ কি.মি. দূরে। এখানে ব্যারাকে সেনারা থাকত, সে কারণে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে এর নাম হয় ব্যারাকপুর। প্রথম এ্যাংলো-বার্মিজ যুদ্ধে (১৮২৪-২৫) ব্যারাকপুরের সিপাহীরা অংশ নিতে অস্বীকার করায়, ব্রিটিশ মিলিটারী অনেককে বন্দী করে কিংবা হত্যা করে- এটাকে ইতিহাসে 'ব্যারাকপুর বিদ্রোহ' বলা হয়। এখানকার প্রধান শিল্প: পাট, ধান, কাঠ ও হোসিয়ারী। ব্যারাকপুর পার্কে এক সময়ে ব্রিটিশ ভাইস-রয়ের শহরতলীর বাসস্থান ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের জন্য স্থানটি বিখ্যাত। বিপ্লবী মঙ্গল পান্ডে ছিলেন প্রথম প্রতিবাদী। এখান থেকেই তিনি ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন।

ব্যারাকপুর বহু পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান: গান্ধী মিউজিয়াম, গান্ধীঘাট, অদ্যোপীঠ মন্দির, হনুমান মন্দির, জহর উদ্যান রয়েছে এখানে। এশিয়ার প্রথম চিড়িয়াখানা স্থাপিত হয় এখানে। ১৯ শতাব্দীতে লর্ড ওয়েলেসলীর তৈরী এই চিড়িয়াখানা অপূর্ব গথিক স্থাপত্যের নিদর্শন। ১৮০২-১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যখন লণ্ডন, আমেরিকায় চিড়িয়াখানা হয়নি, তখন ব্যারাকপুরের

চিড়িয়াখানায় সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল। পার্ক যেখানে সেখানে বড় দোতালা বাড়ী (ব্যারাকপুর গভর্নমেন্ট হাউজ) নির্মিত হয়েছে। কলকাতা গর্ভনমেন্ট হাউজ থেকে ব্যারাকপুর পার্কের এই বাড়ীতে সহজে যাতায়াতের জন্য লর্ড ওয়েলেসলী শ্যামবাজার থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত এক রাস্তা নির্মাণ করেন-বর্তমানে এর নাম-বি.টি. রোড।

আমরা ব্যারাকপুর থেকে বারাসাতে ফিরে, টাকি রোড, Auxilium Convent-এ যাই। বেশ বড় কনভেন্ট, সাথে স্কুল। সিস্টার প্রার্থী ৩০জন মেয়ে ও কনভেন্টের সিস্টারগণ আরাধনায় রত। আমরাও তাতে যোগ দেই। আরাধনা শেষে সিস্টারগণ ও প্রার্থীরা গান গেয়ে এবং ফুল দিয়ে আমাদের স্বাগত-শুভেচ্ছা জানায়, আশীর্বাদ নেয় ও উত্তরীয় পরিয়ে দেয়। মেয়েরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছে: বেশি সংখ্যা ওডিসা (ওরিশ্যা) ও আসাম থেকে। বৃষ্টি ও ঠান্ডা। প্যারিশে ফিরি রাত ৮:৩০ মিনিটে।

এই ধর্মপল্লীর আওতায় সিস্টারদের ৯টি কনভেন্ট। এ সকল কনভেন্টে মীসা দিতে গেলে সিস্টারগণই ফাদারদের আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ২৪ আগস্ট (বুধবার) ফাদার সুনীলের সাথে আমরা দমদমে (কলকাতা) যাই। সেন্ট প্যাট্রিক'স চার্চে থামি। বেশ বড় মিশন। এর পালক পুরোহিত হলেন ফাদার রাজু যাকে চিনি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে। আমরা মুম্বাই-এ 'ক্যানন ল' কনফারেন্সে' পরিচিত হই। তার কিছু অভিজ্ঞতা তিনি সহভাগিতা করেন, বিশেষভাবে কলকাতা আর্চডাওসিসের বিষয়। এই ১১ বছরে ফাদার রাজুকে বেশ বয়স্ক মনে হলো। এই প্যারিশের আওতায় অনেক খ্রিস্টভক্ত যারা বা যাদের পূর্বপুরুষ পূর্ব বঙ্গ থেকে এসেছে। এখান থেকে আমরা এক মহিলার চল্লিশা স্মরণে প্রার্থনা-সভায় যাই। কয়েকজন সিস্টারও যোগ দেন। ফাদার সুনীল অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। অনুধ্যান সহভাগিতা করেন। আমিও শাস্ত্রবাণী ও মৃত্যুর উপর প্রাসঙ্গিক সহভাগিতা রাখি। বেশ কিছু পরিচিত মুখ দেখি যারা নাগরী, তুমিলিয়া, তুইতাল, গোল্লা ও বোর্ণি থেকে। ঢাকার মত পরিবেশ অনুভূত হল। এখানকার বাড়ী ঘর বেশ ঘন, রাস্তাগুলোও সরু। তবে, যানবাহন চলাচলে তেমন অসুবিধা হয় না। বেলা ২:৪০ মিনিটে বেলুড় মঠের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। বেলুড় মঠ হাওড়া জেলায় অবস্থিত। রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মঠ নিয়ে ৪০ একর জমিতে বেলুড় মঠ অবস্থিত। সকাল ৬:৩০-১১:৩০টা এবং বেলা ৪:০০টা-সন্ধ্যা ৯:০০টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। বেলুড় মঠ বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক ও বৈষম্যহীন আধ্যাত্মিক সংস্থা যা' মানবতা ও সামাজিক সেবাকাজে নিয়োজিত। এর সন্ন্যাসী ও ভক্তেরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সেবা করে কারণ তাদের মধ্যেই তারা জীবনময় ঈশ্বরকে দেখে। কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে বেলুড় মঠের দূরত্ব ১৭ কি. মি.।

এবারে আমরা রওনা দেই চন্দনগরের উদ্দেশ্যে কলকাতা-দিল্লী হাইওয়ে হয়ে। কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে চন্দননগর সেক্রেট হার্ট চার্চের দূরত্ব ৪৭ কি.মি.। ফাদার সুনীল ফোন করে চার্চের কোন ফাদারকে না পেয়ে গাড়ী রাস্তায় পার্ক করে গির্জায় আসি। এর আগে নভেম্বর ২ (শনিবার), ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে এসেছিলাম আমাদের গ্রামের এক শিক্ষিকার বেতন উঠাতে যিনি প্যারিশের সেন্ট যোসেফ'স স্কুলে পড়াতেন। তৎকালীন পাল পুরোহিত ছিলেন ফাদার সেবাস্টিয়ান রড্রিগস। গির্জায় প্রবেশ করে প্রথমে গ্রটোতে প্রার্থনা করি। গির্জায় প্রবেশে দারোয়ান বাধা দেয়। কোন কথাই শুনতে চায় না। ফাদার সুনীল ও সিস্টার স্মৃতি পার্শ্ব দরজা দিয়ে গির্জার ভিতরে প্রবেশ মুখে ২জন ফাদার ও অন্যদেরকে পান। এক হিন্দু কলেজ ছাত্র মাঝে মাঝে গির্জায় প্রার্থনা করতে আসে। দারোয়ানের ব্যবহারে সে কষ্ট পায়। তাকে সান্ত্বনা দেই যে হয়তো নিরাপত্তার বিবেচনায় সে বাধা দেয়। অগত্যা সে গ্রটোতে প্রার্থনা করে। তার বোনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য করতে চাইলে, সে তা' নিতে চায় না। বোনের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করতে বলে। তার একমাত্র বোন টিবিতে আক্রান্ত। ছেলেটির বিশ্বাস কত গভীর। St. Joseph of Clunny সম্প্রদায়ের (ফ্রান্স) ২জন সিস্টারের সাথে দেখা হয়: একজন কলিম্পং-এর (দার্জিলিং) যিনি প্রভিন্সিয়ালের সেক্রেটারী ও অন্যজন ঝাড়খন্ডের; যিনি বাংলা মিডিয়ামের প্রিন্সিপাল। তাদের কনভেন্ট কাছেই, হুগলী নদীর পাশে। ছোট গেইটের পাশে, রাস্তায় গাড়ী রেখে সেই গেইট দিয়ে প্রবেশ করি। অনেক জায়গা নিয়ে এই কনভেন্ট, যেখানে রয়েছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল (৩০০০ এর অধিক ছাত্রী), বাংলা মিডিয়াম স্কুল (১০০০ এর অধিক ছাত্রী) ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য স্কুল (১০০ এর অধিক ছাত্রী), সিস্টারদের কনভেন্ট ও চ্যাপেল। সিস্টারদের মধ্যে ১৪ জনই সত্তরোর্ধ বয়সের। সিস্টার আন্না মারীয়া (সুপেরিয়র) অনর্গল, দ্রুত ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে ইংরেজি বলতে পারেন। চা খাওয়ার পর, সিস্টারগণ পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে দেখান। চ্যাপেলের দরজাগুলো ৩০০ বছরের পুরোনো। সিস্টারগণ খুবই আন্তরিক, অতিথিপরায়ণ ও মিশুক। সিস্টার স্মৃতিকে রেখে যেতে বলেন। আবার কলকাতায় আসলে অবশ্যই যেন এখানে থাকে। একটি অংশে প্রতিবন্ধীদের দেখতে যাই। তাদের জন্য প্রার্থনা করি ও অনেকক্ষণ কথা বলি। এই সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ ৩টি স্কুলই পরিচালনা করেন। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তির জন্য চলে তীব্র প্রতিযোগিতা। সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিনা বেতনে স্কুল চালান তারা।

এখান থেকে আমরা যাই শ্রীমতি শুক্লা ঘোষালের (একজন আন্তজাতিক নৃত্য শিল্পী) বাসায় যাকে ফাদার সুনীল ভালো ভাবে চিনেন। তিনি বাংলাদেশেও তার নৃত্য পরিবেশন করেছেন। স্বামী ও পুত্র নিয়ে তার বিরাট বড় বাসা। তার সফলতার ক্রেস্ট ও পুরস্কারে ঘর ভর্তি। সন্ধ্যা হয়ে আসে-রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম। তাই, আমরা হুগলী নদীর পার দিয়ে রাস্তা ব্যবহার করে প্রধান রাস্তায় উঠি। হুগলী নদীর তীরবর্তী রাস্তা দিয়ে যাবার সময় মনোরম দৃশ্য প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। বারাসাতে ফিরতে ৯০ মাইল ড্রাইভ করতে হয় ভীড় এড়ানোর জন্য।

(চলবে)

ঈশ্বর তুমি সহায় হও

ক্ষুদীরাম দাস

আমি ক্লান্ত, অবসন্ন;
দেহ, মন অবশ, চোখে ঘুম;
অথচ ঘুম আসে না।

চতুর্দিকে মানুষ, আপন মানুষ;
ভালোবাসার মানুষ কই?
আমি একলা রই।

কেউ আমায় বুঝে না,
আমি বুঝি না;
নিজেকে নিজে বুঝাই: বৃথা সান্ত্বনা।

যখন কঠিন সময় পথ আগলে দাঁড়ায়;
আমি সুখ হারিয়ে সুখ কুঁড়াই।

নীরবতা আমাকে পাগল 'উপাধি' দেয়;
একা যে অসহায় সে; কূল নেই,
কিনার নেই।

ঈশ্বর তুমি সহায় হও;
দূর কর আমার কালিমা সকল,
হও আমার পালক সহায়ক।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) দ্বারা (নিবন্ধন নং ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৪ তারিখ ১৬ মার্চ, ২০০৮) নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিতাস বাংলাদেশ, প্রোগ্রাম অংশীদারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপঃ

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) পদের নাম ঃ ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি) **পদ সংখ্যা ঃ** ১০ টি **বয়স ঃ** ২২-৩৫ বছর (৩১/০৭/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন ঃ** শিক্ষানবিশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা।	• এইচ.এস.সি পাশ। • গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২) পদের নাম ঃ কেয়ারটেকার-কাম-কুক (সিএমএফপি) **পদ সংখ্যা ঃ** ০২ টি **বয়স ঃ** ২২-৩৫ বছর (৩১-০৭-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) **বেতন ঃ** শিক্ষানবিশকালে সর্বসাকুল্যে ১২,০০০/- (বারো হাজার) টাকা।	• ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে। • রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। • মাঠ পর্যায়ের অফিসে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

সুবিধাদি ঃ চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেল্‌থ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে।

কর্মস্থল ঃ মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, কাপাসিয়া এবং কালীগঞ্জ উপজেলা।

আবেদনের শর্তাবলী ঃ

১. আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদনের জন্য আবেদন পত্রে যে সকল বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে ঃ ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম /স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) বৈবাহিক অবস্থা ঠ) চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপকের নাম, পদবী, ই-মেইল এডড্রেস ও মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। চাকুরীর অভিজ্ঞতা নেই এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে (পরিবারের সদস্য কিংবা আত্মীয় নন) দুই জন রেফারেন্স এর নাম, ঠিকানা, ই-মেইল অ্যাড্রেস, মোবাইল ফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে (এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/নিজ স্কুল/ কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি)।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. কারিতাসে চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই।

৪. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।

৫. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবিশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ০৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবিশকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে।

৬. ১নং পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ও ২নং পদের নির্বাচিত প্রার্থীকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য। এছাড়াও, ১নং পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৭. ধুমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

৮. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৯. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১০. আবেদনপত্র আগামী ২৫-০৮-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১১. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৩. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যে কোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা
আঞ্চলিক পরিচালক
কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিজ্ঞ/১৭১/২৫

ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

৭৪/৪ মণিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। রেজিষ্ট্রেশন নং : ০১৩৩২/২০০৬
ফোন (অফিস)ঃ ০২-২২৩৩৩১৪০৫১, মোবাইলঃ ০১৮৬৪-২৯৩২৬৫, ই-মেইলঃ pcccu.ltd@gmail.com

২৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

(অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪ এবং ২০২৪-২০২৫)

তারিখ : ২২ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ : শুক্রবার

স্থান : তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

এতদ্বারা ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্যগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২২ অগাস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখ, রোজ: শুক্রবার, সকাল ০৯:০০ টায় তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার ঢাকা, ৯ তেজকুনিপাড়া তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ অত্র সমিতির ২৬তম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির কেবলমাত্র সক্রিয় ক্রেডিট এবং সঞ্চয়ী সদস্যগণ আমন্ত্রিত। আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারী সদস্যগণদের সমিতির আইডি কার্ড বা পাশবুক প্রদর্শনপূর্বক সকাল ৯ টা হতে সভা আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত দুপুরের আহারের খাদ্যকুপন এবং লটারীর আর্কষণীয় পুরস্কারের টোকেন গ্রহণ করার জন্য জানান যাচ্ছে।

সভার আলোচ্যসূচীঃ

০১. রেজিস্ট্রেশন, কোরাম পূর্তি ঘোষণা, আসন গ্রহণ, প্রার্থনা, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, প্রয়াত সদস্যগণের স্মরণ ও নীরবতা পালন, কার্যবিবরণী সংরক্ষণকারী মনোনয়ন।
০২. সভাপতির স্বাগত বক্তব্য।
০৩. ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন, সংযোজন বিয়োজন, অনুমোদন ও ফলোআপ।
০৪. ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন, আলোচনা ও অনুমোদন।
০৫. ম্যানেজারের প্রতিবেদন, হিসাব-নিকাশ, বাজেট পেশ, আলোচনা এবং অনুমোদন।
০৬. ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন পাঠ, আলোচনা ও অনুমোদন।
ক) নিবাসে জমিজমা/বাড়ী ক্রয়/ নির্মানের বিপরীতে প্রয়োজনমত দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ঋণ প্রদান, খ) সমিতির বর্তমান সময়ে খেলাপি ঋণের অবস্থা ও ঋণ খেলাপিদের বিষয়ে আইনুক ব্যবস্থা গ্রহণ।
০৭. সুপারভাইজারী কমিটির প্রতিবেদন পাঠ, আলোচনা ও অনুমোদন।
০৮. বিবিধ আলোচনা।
০৯. ধন্যবাদ ও সমাপনী বক্তব্য এবং শেষ প্রার্থনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১। সমবায় আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণের কিস্তি বা ঋণের সুদ পরিশোধে অনিয়মিত থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন।
২। অত্র নোটিশের কপি এবং ২০২৩-২০২৪ ও ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের উদ্বৃতপত্র সমিতির নোটিশ বোর্ডে সকলের অবগতির জন্য দেয়া হয়েছে। ২৬তম এজিএম এর প্রতিবেদন এর কপি সমিতির অফিস চলা-কালিন সময় সদস্যগণ সংগ্রহ করতে পারবেন।

ধন্যবাদান্তে,

বাবু অলটার গোমেজ
সেক্রেটারি
ডিপিসিসিসিইউলিঃ

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য ১) জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা। ২) মেট্রোপলিটন থানা সমবায় কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৭০/২৫

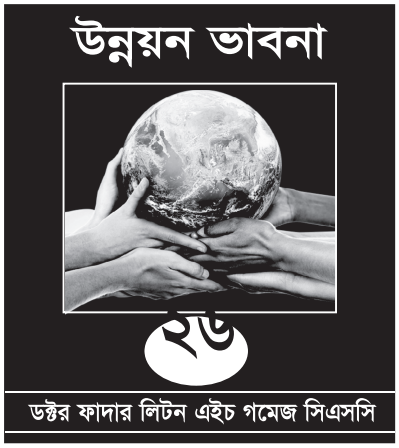

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বঃ নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণ

ডক্টর ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি

বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমবায় সমিতিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় পর্যায়ে ফেডারেশন 'দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ লিমিটেড' সংক্ষেপে 'কাক্কো লিঃ' নামে পরিচিত। কাক্কো লিঃ'র নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ১৯ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জের মঠবাড়িতে কেএসবি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজন করা হয়েছে। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ শপথ গ্রহণ করেন। চ্যাপলেইন হিসেবে পবিত্র খ্রিস্টযাগে ধর্মোপদেশের কিছু বিষয় এখানে সহভাগিতা করা হয়েছে। খ্রিস্টেতে সমবায়ী নেতৃবৃন্দ, আজ আমরা একত্রিত হয়েছি বিশেষভাবে আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'কাক্কো লিঃ'র নেতানেত্রী-কর্মকর্তাদের সমর্থন ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে। সেই সাথে উপস্থিত যারা আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্বের আসনে আছেন, আপনাদেরকে আন্তরিক সমবায়ী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আপনারা খ্রিস্টসমাজে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাই আপনাদের নেতৃত্ব শুধু অর্থ কেনাবেচার একটি ব্যবসা পরিচালনা নয়, বরং সমাজের সেবা, ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি সেবা-দায়িত্ব। আজকের এই সময় আমরা নেতৃত্বের নৈতিক দায়িত্ব, আর্থিক ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করবো।

১. নেতৃত্বে আশাময় ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ

একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলেছিলেন- মানুষের পথ ধরে চলো, তাহলে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাবে; ঈশ্বরের পথ ধরে চলো, তাহলে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবন ও মঙ্গলবাণী ঘোষণা শুধু ঈশ্বরের পথে চলার বিষয় নয়, বরং ন্যায্যতা বা মানবিকতার পথে চলার বিষয়ও। পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে- যে বিশ্বস্ত সে অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত, আর যে অন্যায় করে সে অল্প বিষয়েই করে *(লূক ১৬:১০)*। অর্থাৎ সৎ ও বিশ্বস্ত নেতৃত্বই প্রকৃত নেতৃত্ব। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান মানে শুধু মুনাফা নয়, এটি হলো মানবকল্যাণ, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক দায়িত্ব। ব্যবস্থাপনা শিক্ষার গুরু মি. পিটার ড্রুকার বলেছেন- মুনাফা নয়, সেবাই ব্যবসার লক্ষ্য হওয়া দরকার, তবেই মুনাফা নিশ্চিত হবে। যখন একজন নেতা সঠিক সিদ্ধান্ত নেন, সৎভাবে প্রতিষ্ঠান চালান, তখন অসংখ্য মানুষের জীবন আশীর্বাদপূর্ণ ও আশাময় হয়ে ওঠে। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- তবে এটাও আমাদের আধ্যাত্মিকতারই একটি অংশ, এটি ভ্রাতৃপ্রেমেরই অনুশীলন *(লাউদাতো সি, ২৩১)*।

২. অর্থ লেনদেনের উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রতিভা, সুযোগ ও সম্পদ দিয়েছেন কেবল আমাদের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির জন্য নয়, বরং বৃহত্তর সমাজের ও কল্যাণের জন্য। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও মুনাফা অর্জনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত, নীতি ও পদ্ধতি যদি নৈতিকতা ও সততার ভিত্তিতে না হয়, তবে সে প্রতিষ্ঠান কেবল বাহ্যিকভাবে শক্তিশালী, সে লাভ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। একদিন সবকিছুর জবাব দিতে হবে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে। বাইবেল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়- সব কিছুর মূলে টাকা-পয়সার লোভই সকল অনিষ্টের মূল *(১ তিমথি ৬:১০)*। ক্রেডিট ইউনিয়নের জনক রাইফাইসেন বলেছেন- আর্থিকভাবে বিত্তশালী হওয়া জীবনের লক্ষ্য নয়, বরং সুখী-শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে অর্থ মাধ্যম মাত্র। তিনি আরো বলেছেন- ক্রেডিট ইউনিয়ন মাত্র ঋণদান প্রতিষ্ঠান নয়, বরং জীবনের মূল্যবোধ জাগ্রত করার স্কুল।

৩. অর্থনৈতিক নেতৃত্বে মানবিকতার বিকাশ

একজন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নেতা কেবল মুনাফা বৃদ্ধির জন্য নয়, বরং সমাজের প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে, কর্মসংস্থান তৈরিতে, সুশাসন ও সুস্থায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'মানবতার প্রতিচ্ছবি' নিয়ে এগিয়ে যাওয়া দরকার। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- "অর্থনীতি এমন এক প্রক্রিয়া হওয়া উচিত যা মানব মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে।"

৪. খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব বহুবিধের মাঝে একতা

চলমান বিভেদের যুগে মাণ্ডলিক সামাজিক শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মণ্ডলী অভিন্নতা বা একরূপতার উপর নয় বরং খ্রিস্টের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। কিছু কিছু বিষয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে এমনকি ন্যায়সঙ্গত দ্বন্দ্বও হতে পারে কিন্তু তখনও গণমঙ্গলের ভাবনায় বিভক্তির চেয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। তাতে খ্রিস্টের প্রতি ভালোবাসা এবং সুসমাচারের প্রতি বিশ্বস্ততা ও অঙ্গীকার সুদৃঢ় হয়। আমরা সকলে একই খ্রিস্টের দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ এবং আমাদের একে অপরকে প্রয়োজন। মণ্ডলীতে নেতৃত্ব ক্ষমতার বিষয় নয়, বরং সেবা, খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস ও আস্থা এবং ভালোবাসার বিষয়। তাই বিশ্বাস ও আশায় বেড়ে উঠতে, অনুতপ্ত হতে এবং নম্রতার সাথে নেতৃত্ব দিতে মাণ্ডলিক পরম্পরা ঐতিহ্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

৫. জুবিলীবর্ষে বিনিয়োগ ও ঋণদান পুনর্নবায়ন

সমবায় সমিতিতে ঋণ কার্যক্রম, বিনিয়োগ ও পুঁজিবাজারের সাথে জড়িত। মনে রাখতে হবে, ঋণ দেয়া যেন কারো দুর্দশা বাড়ানোর কারণ না হয়। ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজের ঋণগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে ঋণমুক্ত করতে, কিন্তু বর্তমানে খ্রিস্টান সমাজের একটি বিরাট অংশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পরেছে। মণ্ডলী ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষকে জুবিলী বর্ষ ঘোষণা করেছে আর এ বছরটি পবিত্র বাইবেলে ঋণমুক্তির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের আলোচনায় এ বিষয়টি কতটুকু গুরুত্ব পাচ্ছে তা ভাবনার বিষয়। সমবায় সমিতিতে ঋণমুক্তির তীর্থযাত্রা হিসেবে কয়েকটি বছর নির্দিষ্ট করে ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য, খেলাপী ঋণ বিষয়ক আলোচনা

ও মূল্যায়ন, বর্তমান ঋণনীতি পুনর্নবায়ন ও ঋণমুক্ত খ্রিস্টসমাজ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারি। বাইবেলে বলা হয়েছে- ধনী যেন দরিদ্রের উপর অত্যাচার না করে *(প্রবচন পুস্তক ২২:২২-২৩)*।

৬. পেশাদারি নেতৃত্ব অনুশীলনে মণ্ডলী গঠন
আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির বৈচিত্র্যের বন্ধন আছে এবং যত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও দায়িত্বের উদ্দেশ্য মণ্ডলী গঠন *(এফেসীয় ৪:৭-১৬, ১১-১২)*। আজকের দিনে অর্থনৈতিক নেতৃত্বকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আর্থিক জালিয়াতির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে অবস্থান নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করতে হলে 'সততা, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা' নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির মধ্যে যারা থাকে, তারা সাময়িক লাভবান হলেও তাদের পতন অনিবার্য। যিশু বলেছেন- মানুষ সারা জগত অর্জন করলেও যদি তার প্রাণের ক্ষতি হয়, তাতে তার কীই বা লাভ হল *(মার্ক ৮:৩৬)*?

৭. সবুজ অর্থনীতিতে পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ
আধুনিক আর্থিক নেতৃত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সবুজ অর্থনীতির প্রতি যত্নবান হওয়া। বিনিয়োগ করতে হবে এমন খাতে, যা পরিবেশের ক্ষতি না করে, বরং পরিবেশ সুরক্ষা করে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে দেশ ও বিশ্বকে বাঁচানোর জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সহায়তা অপরিহার্য।

পরিশেষে, নেতৃত্ব কেবল ক্ষমতা নয়, বরং নেতৃত্ব মানেই সেবা। প্রিয় নেতৃবৃন্দ, আমরা এই বার্তাটি অন্তরে রাখি- আপনারা সমাজের নিকট, ঈশ্বরের নিকট দায়বদ্ধ। যাদের ক্ষমতা আছে, তাদের অন্তরে মমতাও থাকতে হয়। আপনাদের মাধ্যমে যেন কর্মক্ষেত্রে সততা, ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় যা পোপ চতুর্দশ লিও তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশে আহ্বান করেছেন। পিতা ঈশ্বর আপনাদের সকল সিদ্ধান্তে জ্ঞান, বিবেক, ও কৃপাধারা বর্ষণ করুন। এসময়ে বর্তমান সমাজে সত্যিই অনেক 'আদর্শ নেতা' খুবই প্রয়োজন। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে পিতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি-

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি সকল জ্ঞান ও বিচক্ষণতার উৎস, তোমার অনুগ্রহ আশীর্বাদ নেতানেত্রীদের উপর বর্ষণ কর। আমাদের হৃদয়ে সৎ উদ্দেশ্য ও ন্যায়পরায়ণতা দান কর, আমরা যেন গরিব, দুর্বল, ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক মানুষের কল্যাণের কথা সর্বদা অন্তরে ধারণ করতে পারি। আমাদের সিদ্ধান্ত যেন ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও গণমঙ্গলের জন্য হয়। আমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, মানবিকতা ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের চেতনা জাগ্রত কর। সেবাকাজের মাধ্যমে যেন সমাজে শান্তি ও ন্যায়ের বিকাশ ঘটাতে পারি। বিচ্ছিন্ন-বিভেদ নয় বরং একতা ও ভালোবাসা দিয়ে আশাময় ধরিত্রী বিনির্মাণ করতে পারি। তোমার করুণা ও প্রজ্ঞা দিয়ে আমাদের কর্মপথ পরিচালিত কর, যেন আমরা বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করি, এবং সকল মানুষের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারি। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে- আমেন।

পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার

অ্যাড. এ. কে. এম. নাসির উদ্দীন

পরিবেশ দূষণের ফল
নষ্ট করছে নদীর জল।
বুড়িগঙ্গা নদীর পানি
সব যেন কয়লার খনি।
নদী দূষণের ফলে
মাছসহ অন্যান্য জীবজন্তু মরছে জলে।
পরিবেশ দূষণের কারণে
ঢাকার বাতাস দূষিত হচ্ছে।
ঢাকা বিশ্বে বায়ু দূষণে
শীর্ষস্থানে করছে অবস্থান।
কলকারখানার কালো ধোঁয়া
পরিবেশ দূষণের অন্যতম ছোঁয়া।
ইটভাটা ও গাড়ীর কালো ধোঁয়া
নষ্ট করছে সবুজ বাংলার সবুজ ছোঁয়া।
বাহিরে মল-মূত্র ত্যাগ
আর আবর্জনা ফেলা
মল-মূত্র ত্যাগ ও আবর্জনার ব্যাপারে
নাহি করা যাবে অবহেলা।
যেখানে সেখানে ফেলা পলিথিন
পরিবেশ করছে শোচনীয় ও অবস্থাহীন।
কৃষিতে কীটনাশকের অধিক ব্যবহার নয়
কীটনাশকের অধিক ব্যবহারে
পরিবেশের ক্ষতি হয়।
খোলা পায়খানার ব্যবহার
পরিবেশ উন্নয়নের অন্তরায়।
বৃক্ষ নিধন আর নয়
দেশকে করবো বৃক্ষময়।
পরিবেশ রক্ষার তরে
কাজ করে যাবো জীবন ভরে।
আসুন সবাই বৃক্ষ রোপন করি
সবুজ, শ্যামল বাংলাদেশ গড়ি।
যদি সবাই লাগাই গাছ
পরিবেশ রক্ষাসহ ঝড়, ঝঞ্ঝা পাবে হ্রাস।
মোদের দেশ, মোদের পরিবেশ
পরিবেশ রাখবো সুন্দর, থাকব বেশ।
অতিথি পাখি শিকার করব না
নিজের হাতে পরিবেশ ধ্বংস করব না।
নিরাপদ আবাসন গড়ে তুলুন
পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসুন।
বাঘ শিকার করব না
পরিবেশ ধ্বংস করব না।
বন্য প্রাণী সংরক্ষণ করব
পরিবেশ দূষণ রোধ করব।
রক্ষা করব সুন্দরবন
পরিবেশ রক্ষায় দিব মন।
গাড়ির হর্ণ আস্তে বাজান
পরিবেশকে সবাই বাঁচান।
গাছ লাগাই, জীবন বাঁচাই
পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে করি লড়াই।
নদীর জলে আবর্জনা ফেলব না
পরিবেশ দূষণ করব না।
বাঁচার জন্য অক্সিজেন পেতে হলে
আসুন গাছ লাগাই সবাই মিলে।
প্রতিবছর বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করব
বৃক্ষময় বাংলাদেশ গড়ব।
প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস
পালন করব
দূষণমুক্ত পরিবেশ যুক্ত বাংলাদেশ গড়ব।
প্রকৃতি ও পরিবেশ
আজ সংকটের মুখোমুখি
পরিবেশ রক্ষা করা না হলে
আমাদের জন্য বোকামি।

বজরংবলী

মিল্টন রোজারিও

প্রেম হেমাকে বিয়ে করে দু'দিন পরই হানিমুন করতে যায় সেই বান্দরবন। সুন্দর একটি কটেজ তারা ভাড়া নিয়ে বেশ আমোদ ফুর্তিতে হানিমুন করছে। তাদের সময়টা বেশ রোমান্সপূর্ণ যাচ্ছে। এই কটেজে তাদের মত আরো কয়েকটি দম্পতি এসেছে হানিমুন করতে। প্রেমের সাথে একটি পরিবারের পরিচয় হয়। কটেজের পাশের রুমেই তারা উঠেছে। এক সকালে নাস্তার টেবিলে তাদের সাথে পরিচয় হয়। বিজয়বাবু লোকটি দেখতে বেশ মোটাসোটা তবে বেশ লম্বা। অনেকটা ভারতীয় সিনেমার অভিনেতা আব্দুল কাদেরের মত। চেহারাটিতেও অনেকটা কাদেরের মত ছাপ। তার মিসেসকে দেখতে ফর্সা এবং বেশ সুন্দরী। শরীরের গঠন, হালকা পাতলা মাথায় কোমরঅব্দি মিসমিসে কালো ঘন চুল। তারা এসেছে বিয়ের পাঁচ বছর পর। একদিন সকালে প্রেম বিজয় বাবুকে জিজ্ঞেস করে, দাদা একটি প্রশ্ন করতে পারি? বিজয়বাবু হেসে বলে, হা-হা-হা আমি জানি তুমি আমাকে কী প্রশ্ন করতে চাও! দেখো, আমি একজন ব্যবসায়ী মানুষ। সেই শ্যামবাজারে ব্যবসা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়। সময়মত বিশ্রামও করতে পারিনা। ব্যবসার খাতিরে দেশ-বিদেশ দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। তাই এতোটা বছরে দিনাকে নিয়ে কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে নাই। প্রেম বলে, তা আপনি তো ভাবীকে নিয়ে বিদেশেও যেতে পারেন। এই ধরেন সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক অথবা সুইজারল্যান্ড! আমার ইচ্ছা ছিল সিঙ্গাপুর যাবো কিন্তু তোমার ভাবী বলে, আমি দেশেই হানিমুন করবো। সাজেক, বান্দরবান, কক্সবাজার আরো কত সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকতে বিদেশ যেতে আমার মন চায় না। আর উড়োজাহাজে উঠতেও আমার ভয় লাগে। এই কথা বলে তিনি হাসতে থাকেন। হা-হা-হা তাইতো এখানে আসা। প্রেম বলে, খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে পরিচয় হতে পেরে। আমাদের এখন বেশ দূরে সুন্দর একটি বন আছে, সেখানে একটি বিরাট ঝিলও আছে, তা দেখতে যাচ্ছি। আপনারা যাবেন? হ্যাঁ, যাওয়া যায়। তাহলে আর বিলম্ব কেন চলুন। আমাদের গাড়ী এসে পড়েছে। প্রেম হেমাকে নিয়ে একটি ট্যাক্সি করে সেই গন্তব্যে চলে যায়। বিজয়বাবুও খানিক পর সেখানে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রেমদের খুঁজে পায়না। সেই বনে অনেক পশু-পাখী এবং ফল-ফুলের গাছ আছে। তবে হিংস্র কোন প্রাণী নাই বলে নিরাপদে মানুষজন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। বনের গভীরে একটি মন্দির আছে। অনেক পুরানো মন্দির। এখন আর সেখানে কোন পূজা-টুজা হয় না। তবে একজন সাধু মাঝে মধ্যে কোথায় থেকে এসে মন্দিরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে। মন্দিরের ভিতরে একটি হনুমানের মূর্তি রয়েছে।

আসার পথে ওরা রাস্তায় অনেক হনুমান দেখেছে। মন্দিরের পাশে অনেক পানাহারের দোকান। পাশেই একটি কফিশপে বসে প্রেম আর হেমা কফি পান করছিলো। এই বনে এতো মানুষজন ঘুরতে আসে দেখে প্রেম অবাক হয়। এমন সময় বিজয়বাবু হন্তদন্ত হয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। প্রেম তার এই অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করে, দাদা কী অবস্থা? কী হয়েছে? ভাবী কোথায়? হেমা এক বোতল পানি বিজয়বাবুর দিকে এগিয়ে দেয়। বিজয়বাবু হেমার হাত থেকে পানির বোতলটি নিয়ে পান করতে থাকে। পরে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে, তোমাদের ভাবীকে খুঁজে পাচ্ছি না। প্রেম এই কথা শুনে হতবাক হয়ে যায়। এতো মানুষজনের মাঝে এই গভীর বনে এখন ভাবীকে কোথায় খুঁজবে ভাবতে থাকে। এমন সময় সেই সাধু এসে মন্দিরের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে। প্রেম বিজয়বাবুকে নিয়ে সাধুর কাছে যায়। বিজয়বাবু সাধুবাবাকে ঘটনাটি খুলে বলেন। সাধুবাবা বলেন, বৎস, ভয়ের কিছু নাই। কন্যা এখানেই ফিরে আসবে। এই বজরংবলীর কাছে প্রার্থনা করো। তিনিই কন্যাকে খুঁজে নিয়ে আসবেন। এই কথা শুনে বিজয়বাবু প্রেমের দিকে তাকায়, প্রেম বিজয়বাবুও তার দিকে তাকায়। মনে মনে ভাবে, বজরংবলীকে এখন কীভাবে বলবে দিনাকে ফিরিয়ে দিতে! সাধুবাবা তাদের এই অবস্থা দেখে বলেন, বৎস ভয় পাচ্ছ কেন? সাধুবাবা দুইহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেন, তোমরা কী জাননা, ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে যখন রাবণ হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো তখন এই হনুমানজি অর্থাৎ বজরংবলীই তাঁকে উদ্ধার করে শ্রীরাম চন্দ্রের কাছে ফিরিয়ে এনে দিয়েছিলো। ঠিক তেমনি কন্যাকেও বজরংবলী তোমাদের কাছে খুঁজে নিয়ে আসবেন।

হতাশ হয়ে বিজয়বাবু যখন মন্দিরের সিঁড়িতে বসেছিলেন, তখন দূরে তাকিয়ে দেখেন প্রেম আর হেমা তার স্ত্রীকে নিয়ে আসছে। তাদের পিছনে একপাল হনুমান। বিজয়বাবু চোখমুখ মুছে দৌড়ে তাদের কাছে যায়। মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে সাধুবাবা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন। বিজয়বাবু প্রেমরা সাধুবাবার কাছে আসে। সাধুবাবা বলেন, কী! আমি বলেছিলামনা, বজরংবলীই কন্যাকে খুঁজে এনে দিবেন। দেখলে তো! বজরংবলী কী জয়! এই কথা বলে সাধুবাবা মন্দিরের ভিতরে চলে যান। প্রেম জিজ্ঞেস করে, ভাবী আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? দিনা ভাবী বলে, গেট দিয়ে ঢোকার সময় দেখলাম অনেক চিনা বাদাম বিক্রি হচ্ছে। বাদামওয়ালা ডেকে বলছে, দিদি বাদাম নিয়ে যান। ভিতরে অনেক হনুমান আসবে কাছে। তাদের খেতে দিবেন। সবাই নিচ্ছে। তাই আমিও নিলাম। তোমাদের দাদা তখন টিকেট কাউন্টারে ছিলো। আমি গেট দিয়ে ঢুকে হনুমানকে বাদাম খাওয়াতে খাওয়াতে ডানদিকের পথে চলে গেছি। ঘুরে দেখি উনি আমার পিছনে নাই। আমি আবার গেটে ফিরে আসি। তখন এক বাদামওয়ালা আমাকে বলল, উনি তো ঐ সোজা পথে গেছেন। আপনি সোজা চলে যান, সামনে বজরংবলীর মন্দির আছে। ঐখানে তাঁকে পাবেন। তাই আমি বাদাম খাওয়াতে খাওয়াতে এখানে চলে এলাম, আর আমার পিছনে পিছনে হনুমানজিরা চলে এলো। প্রেম বলে, দেখলেন দাদা, হনুমান সীতাকে উদ্ধার করে যেমন রামচন্দ্রের কাছে খুঁজে এনে দিয়েছিলো, এখন ভাবীকেও হনুমানও নানা বজরংবলী উদ্ধার করে আপনার কাছে এনে দিলো। এই কথা বলে প্রেম আর হেমা হা-হা-হা করে হাসতে থাকে।

আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

সুধী,
এই যে আমি, শিল্পী প্রধান, স্বামী বিমল প্রধান। আমি তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত চড়াখোলা গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ছয় মাস যাবৎ আমার স্বামী ফুসফুসে ক্যান্সারে আক্রান্ত। এই পর্যন্ত চিকিৎসায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে। দিন দিন ক্যান্সার শরীরে ছড়িয়ে পরায় হাসপাতালে ভর্তি রেখেই রেডিও থেরাপির প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবারে আমার স্বামীই একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন। এমতাবস্থায় পরিবারের অন্য উপার্জনশীল ব্যক্তি না থাকায় চিকিৎসার খরচ চালানো সম্ভব হয়ে উঠছে না। তাই আপনারা যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকব।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা :

নাম : শিল্পী প্রধান
গ্রাম : চড়াখোলা, তুমিলিয়া
উপজেলা : কালিগঞ্জ,
জেলা : গাজীপুর।

বিকাশ : ০১৭০৫২৮০৪১৩

আলোচিত সংবাদ

ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন : প্রধান উপদেষ্টা

২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে চিঠি পাঠাবেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতন ও পলায়নের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) রাতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি এ কথা জানান। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে আমি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে চিঠি পাঠাব, যেন নির্বাচন কমিশন আগামী রমজানের আগে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে সবার সহযোগিতা চেয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সকলেই দোয়া করবেন যেন সুন্দরভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে এ দেশের সকল নাগরিক একটি 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার কাজে সফলভাবে এগিয়ে যেতে পারে। অধ্যাপক ইউনূস আরো বলেন, এবার আমাদের সর্বশেষ দায়িত্ব পালনের পালা। নির্বাচন অনুষ্ঠান। আজ এই মহান দিবসে আপনাদের সামনে এ বক্তব্য রাখার পর থেকেই আমরা আমাদের সর্বশেষ এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করব। আমরা এবার একটি নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করব।

তথ্যসূত্র : *https://www.banglanews24.com/national/news/bd/1568341.details*

ঐতিহাসিক জুলাই গণ অভ্যুত্থান দিবসের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন

ঐতিহাসিক জুলাই গণ অভ্যুত্থান দিবসের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপনে গতকাল রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত হয় এক বর্ণাঢ্য আয়োজন। স্বৈরাচারি হাসিনা সরকারের পতনের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত ওই বর্ণাঢ্য আয়োজনে অংশ নিয়েছিল সর্বস্তরের ছাত্র জনতা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফ্যাসিস্টের পলায়ন উদ্‌যাপন, ঐতিহাসিক জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ, স্পেশাল ড্রোন ড্রামা 'ডু ইউ মিস মি'সহ নানা আয়োজনে সাজানো ছিল ৩৬ জুলাই উদ্‌যাপনের এই আসর। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে জমকালো এই আয়োজনের ব্যবস্থাপনায় ছিল শিল্পকলা একাডেমি। শ্রাবণের বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজারো মানুষের ঢলে ভিন্ন এক ভালো লাগার পরিবেশ সৃষ্টি হয় মানিক মিয়া এভিনিউজুড়ে। হাতে লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে ও মাথায় পতাকা বেঁধে পুরো মানিক মিয়া এভিনিউতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেম মূর্ত করে তোলে উপস্থিত লাখো জনতা। সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দুপুর ১২টায় শুরু হয় দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান। এরপর দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে বেলুন উড়িয়ে ফ্যাসিস্টের পলায়ন উদ্‌যাপন করা হয়। এরপর সংগীত পরিবেশন করেন 'চিটাগাং হিপহপ হুড', র‍্যাপার সেজান, ব্যান্ডদল 'শূন্য' সহ আরো অনেকে সঙ্গীত দল, এরপর মঞ্চে ওঠেন কণ্ঠশিল্পী ইথুন বাবু ও মৌসুমি। রাতে ড্রোনের গ্রাফিতিতে তুলে ধরা হয়েছে জুলাই আন্দোলনের গর্বিত অধ্যায়। স্থান পেয়েছে রক্তাক্ত জুলাইয়ের না বলা অনেক গল্প।

তথ্যসূত্র : *https://www.bd-pratidin.com/first-page/2025/08/06/1144178*

৪৫ শতাংশ শিশুমৃত্যু কমায় মায়ের বুকের দুধ

শিশুজন্মের পর থেকে ছয় মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ শিশুর জন্য আদর্শ খাদ্য। এ সময় শিশুর জন্য একফোটা পানিরও প্রয়োজন নেই বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। তারা বলেছেন, মায়ের বুকের দুধ শিশুর সঠিক বিকাশে সাহায্য করে। ছয় মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত মায়ের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি পরিপূরক বাড়তি খাবার দেওয়া প্রয়োজন। অথচ এখনো দেশের ৪৫ শতাংশ মা তাদের সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারছেন না। এছাড়া শিশুর প্রথম ছয় মাস মায়ের বুকের দুধ (এক্সক্লুসিভ ব্রেস্টফিডিং) শিশুর অপুষ্টিজনিত সমস্যা কমায় এবং ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত শিশুমৃত্যু কমায়। পুষ্টিবিদ সামিয়া তামনিম ইত্তেফাককে বলেন, মায়ের বুকের দুধ শিশুর আদর্শ খাবার। জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডা. রওশন জাহান আখতার আলো বলেন, ১ থেকে ৭ আগস্ট বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ১ আগস্ট থেকে পালিত হয়–'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০২৫'। সপ্তাহ উপলক্ষে অন্তঃসত্ত্বা মা, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মাতৃদুগ্ধ দান, মাতৃদুগ্ধের বিকল্প শিশুখাদ্য এবং পুষ্টিবিষয়ক অবহিতকরণসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর ব্রেস্টফিডিং অ্যাকশনের (ডাব্লিউএবিএ) দেওয়া এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে–'টেকসই সহায়তা ব্যবস্থা তৈরি করুন'। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ ইউনিসেফ বিশ্বব্যাপী শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য বুকের দুধ খাওয়ানোর গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিতে ইনোসেন্টি ঘোষণা করে। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর ব্রেস্টফিডিং অ্যাকশন গঠন হয়।

তথ্যসূত্র: *https://www.ittefaq.com.bd/745230*

হার্টের রিং-এর দাম কমানোর সিদ্ধান্ত সরকারের

হার্টের স্টেন্টের (রিং) দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ৩ থেকে ৮৮ হাজার টাকা কমবে একেকটির দাম। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের স্বাক্ষর করা এক আদেশে তিন কোম্পানির ১১ ধরনের স্টেন্টের দাম কমিয়ে নতুন করে নির্ধারণ করা হয়। স্টেন্ট আমদানি প্রতিষ্ঠানভেদে খুচরা মূল্য সর্বনিম্ন ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে স্টেন্টভেদে দাম কমানো হয়েছে ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা। কারো হৃদপিন্ডে রক্ত সঞ্চালনে ব্লক বা বাধার সৃষ্টি হলে ডাক্তার তাকে এক বা একাধিক রিং পরানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, হার্টে রিং পরানোর পদ্ধতিকে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে, একটি সরু ক্যাথেটার ব্যবহার করে ধমনীতে একটি ছোট, জাল আকৃতির নল (স্টেন্ট) স্থাপন করা হয়। এটি রক্তনালীকে খোলা রাখতে সাহায্য করে এবং হৃদপিণ্ডে রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে।

তথ্যসূত্র: *https://www.jugantor.com/national/986240*

দম্পতিদের জন্য গ্রিন কার্ডের নিয়মে বড় পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্রের

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা বিষয়ক সংস্থা (ইউএসসিআইএস) পরিবার-ভিত্তিক অভিবাসন ভিসা, বিশেষ করে বিবাহ-ভিত্তিক আবেদনের ক্ষেত্রে কঠোর যাচাই-বাছাইয়ের নতুন নির্দেশনা জারি করেছে। মূল লক্ষ্য হলো–ভুয়া দাবি শনাক্ত করে কেবল প্রকৃত সম্পর্ক রয়েছে এমন আবেদনকারীদেরই গ্রিন কার্ড অনুমোদন নিশ্চিত করা। গত ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়া এই হালনাগাদ নীতিমালা ইউএসসিআইএসের "ফ্যামিলি বেইজড ইমিগ্রান্টস" শিরোনামে যুক্ত হয়েছে এবং আগের করা সব আবেদনসহ নতুন আবেদনেও প্রযোজ্য হবে। নতুন নীতিমালার প্রধান পরিবর্তনগুলো হল: (১) পরিবার-ভিত্তিক ভিসার যোগ্যতা যাচাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়া উন্নত করা (২) একসঙ্গে তোলা ছবি, যৌথ আর্থিক নথি ও বন্ধু-আত্মীয়দের ঘোষণাপত্র জমা বাধ্যতামূলক (৩) দম্পতিদের সশরীরে সাক্ষাৎকার বাধ্যতামূলক, সম্পর্কের বাস্তবতা যাচাইয়ে (৪) পুরনো আবেদনও পুনঃপর্যালোচনা, বিশেষ করে একই স্পন্সরের একাধিক আবেদন (৫) অন্য ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে থাকা আবেদনকারীদের অভিবাসন ইতিহাসে বাড়তি নজর (৬) আবেদন মঞ্জুর হলেও বহিষ্কারের যোগ্য হলে দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু (৬) ইউএসসিআইএস স্পষ্ট করেছে, আবেদন অনুমোদন পেলেই যুক্তরাষ্ট্রে থাকার নিশ্চয়তা মিলবে না। (৭) সম্পর্কের সত্যতা প্রমাণে যৌথ ব্যাংক হিসাব, ছবি ও ঘনিষ্ঠদের চিঠি গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং (৮) সাক্ষাৎকারে দম্পতির পারস্পরিক জ্ঞান ও সম্পর্কের গভীরতা যাচাই করা হবে।

তথ্যসূত্র : *https://www.bd-pratidin.com/international-news/2025/08/04/1143726*

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ইতালীর রোমে যুবদের জুবিলী উৎসব

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

'আশার তীর্থযাত্রা' বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করে খ্রিস্টজন্মের ২০২৫ বছর স্মরণে জুবিলী উৎসব পালিত হচ্ছে স্থানীয় ও বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে। বিশ্বজনীন মণ্ডলীর পুণ্যভূমি রোম নগরীতে জুবিলী উৎসব পালন করতে এবং এক প্রৈরিতিক মণ্ডলীর একতা প্রকাশ করতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন স্তরের বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ মিলিত হচ্ছেন বিশ্বাসের তীর্থস্থান পুণ্যনগরী রোমে। জুলাইয়ের ২৮ থেকে আগস্টের ৩, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে উদ্‌যাপিত হয় যুব জুবিলী। এটি বিশ্ব যুব দিবস নয়। জুবিলী বর্ষে বিশ্ব যুবদের বিশেষ জুবিলী উৎসব। কাথলিক মণ্ডলীতে বিশ্ব যুব দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে সাধু পোপ ২য় জন পলের উদ্যোগে। প্রতি ২-৪ বছর অন্তর অন্তর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ বিশ্ব যুব দিবস পালন করা হয়। প্রথম বিশ্ব যুব দিবস উদ্‌যাপিত হয় রোম নগরীতেই। ঐ সময়ে তর্ ভেরগাতা ছিল যুব দিবস পালনের অন্যতম স্থান। এ বছরও যুব জুবিলী পালনের অন্যতম প্রধান স্থান হলো সেই তর্ ভেরগাতা। বিশ্বের ১৫০টি দেশের ১০ লক্ষ যুবক-যুবতী এই জুবিলী উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

যুব জুবিলী উৎসবের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী:

২৯ জুলাই সন্ধ্যায় সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে স্বাগত খ্রিস্টযাগ আর্চবিশপ রিনো ফিসিচেল্লার পৌরহিত্যে, সালেসিয়ান যুব ম্যুভমেন্টে জড়িতরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

৩০-৩১ জুলাই: শহরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও স্থানের মানুষের সাথে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক সংলাপ।

১ আগস্ট: চিরকো মাস্‌সিমোতে ক্ষমা ও পুর্নমিলন অনুষ্ঠান।

২ আগস্ট (রাত): তর্ ভেরগাতাতে নিশি জাগরণী প্রার্থনা ও পোপ চর্তুদশ লিও'র ধর্মশিক্ষা।

৩ আগস্ট (সকাল): পুণ্যপিতা পোপ ১৪ লিও'র পৌরহিত্যে যুব জুবিলীর সমাপনী খ্রিস্টযাগ তর্ ভেরগাতাতে।

পৃথিবীর ১৫০টি দেশের ৫ লক্ষেরও বেশি যুবক জুবিলীতে অংশগ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করে। এর মধ্যে ৬৮% ইউরোপ থেকে। আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকা থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুবরা অংশগ্রহণ করে। এমনকি যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা, ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্য থেকেও যুবরা জুবিলীতে অংশগ্রহণ করে।

ভাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স বাসিলিকার সামনের চত্বরে স্বাগতিক খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ রিনো ফিসিচেল্লা। খ্রিস্টযাগের শেষে সকলকে অবাক করে দিয়ে পুণ্যপিতা তাঁর গাড়ি নিয়ে চত্বরে আসেন। তিনি যুব তীর্থযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানান এবং তাদেরকে জগতের লবণ ও আলো হিসেবে আখ্যায়িত করেন। একইসাথে ঐশ আশার সাক্ষী হতে এবং পৃথিবীর শান্তির জন্য একসাথে প্রার্থনা করতে আহ্বান করেন।

২ ও ৩ আগস্ট যুবকেরা দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে রোম শহরের একপ্রান্তে তর্ ভেরগাতে (ভাটিকানসিটি থেকে ২৯ কিমি) পৌঁছায়। বিকালের মধ্যে স্থানটি মানুষের সমুদ্রে পরিণত হয়ে যায়। প্রচণ্ড গরম থাকা সত্ত্বেও গান করতে করতে ও বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে দিতে যুবকেরা পৌঁছে যায় তর্ ভেরগাতাতে। সন্ধ্যায় শুরু হয় আরাধনা, শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মশিক্ষা। প্রশ্নোত্তর পর্বে পোপ মহোদয় ৩জন যুবক-যুবতীর যারা যথাক্রমে স্পেনিস, ইতালিয়ান ও ইংরেজি ভাষাভাষীর মানুষ। মেক্সিকোর ২৩ বছর বয়সী দুলচে মারীয়া অনলাইন বা ইন্টারনেটের অস্থায়ী ও মায়াময় বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এনে ১ম প্রশ্নে বলে, আমরা কীভাবে প্রকৃত বন্ধুত্ব ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা খুঁজে পেতে পারি, যা আমাদেরকে সত্যিকারের আশার পথে নিয়ে যাবে? উত্তরে পুণ্যপিতা বলেন, যদিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদেরকে সংলাপের অপূর্ব সুযোগ দান করে তথা এটি আমাদেরকে নিশ্চল ও ভোগবাদে আসক্ত করে রাখতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রকৃত বন্ধুত্ব তখনই স্থায়ী হতে পারে যখন তা ঈশ্বরের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। গায়া নামে ১৯ বছরের এক ইতালিয়ান মেয়ে দ্বিতীয় জিজ্ঞাসায় জানতে চায় সেই অনিশ্চয়তার পরিবেশ সম্পর্কে; যা অনেক তরুণ-তরুণীকে অচল করে দেয় এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাঁধা সৃষ্টি করে! উত্তরে পোপ ১৪ লিও জোর বলেন, এই সিদ্ধান্তগুলো কোন কিছু বেছে নেওয়ার ব্যাপার নয়, কিন্তু কাউকে বেছে নেওয়ার বিষয়। যখন আমরা সিদ্ধান্ত নেই, তখন আমরা ঠিক করি 'আমরা কী ধরণের মানুষ হতে চাই'। শেষ প্রশ্নটি করেছিল, ২০ বছর বয়সী আমেরিকান যুবক উইল। সে জিজ্ঞাসা করে, আমরা কীভাবে যিশুর সাথে সত্যিকার সাক্ষাৎ করতে পারি এবং কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি পরীক্ষা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও তিনি আমাদের সাথে আছেন? এর উত্তরে পুণ্যপিতা জোর দিয়ে বলেন, তোমাদের জীবনের পথ নিয়ে ভাবতে, ন্যায়বিচার খুঁজতে, দরিদ্রদের সেবা করে এবং পবিত্র সাক্রামেন্তে খ্রিস্টকে আরাধনা করে যিশুর সাক্ষাৎ পেতে পারো। এ যুব জুবিলী তীর্থে স্পেনের মারীয়া ও মিশরের পাস্কেল নামে দু'জন যুবতী মারা গেলে পুণ্যপিতা তাদের ও তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করতে সকলকে আহ্বান করেন।

পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও যুব জুবিলী উৎসবে উপস্থিত যুবদেরকে আশা ও শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে আহ্বান করেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা ও ইউক্রেনের যুবকদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে তাদেরকে বিশ্বে পরিবর্তন আনতে উৎসাহিত করেন।

এই যুব জুবিলীতে অফিসিয়াল নিবন্ধন ৫ লাখের কিছু বেশি হলেও সমাপনী খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী ছিল ১০ লক্ষ বিশ্বাসী মানুষ। এছাড়াও ৪৫০জন বিশপ ও ৭,০০০ হাজার যাজক এই বিশেষ খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে শুরু হওয়া এই জুবিলীতে পুণ্যদ্বার দিয়ে প্রবেশ করার সংখ্যা ৩০ লক্ষ। তারমধ্যে ৫ লক্ষ যুব জুবিলী উৎসবের যুবক-যুবতীরা।

৩ আগস্ট যুব জুবিলীর শেষ দিনে দূত সংবাদ প্রার্থনার পর পুণ্যপিতা ১৪ লিও প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের ২ বছর আগে লিসবর্ণে দেওয়া ঘোষণা পুর্নব্যক্ত করে বলেন, আগস্ট ৩-৮, ২০২৭ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব যুব দিবসে দেখা হবে সিউল, কোরিয়াতে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ থেকে বিশপীয় যুব কমিশনের তত্ত্বাবধানে কমিশনের প্রেসিডেন্ট বিশপ সুব্রত বি, গমেজ ও সেক্রেটারী ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু'র নেতৃত্বে ২৮জনের একটি যুব দল যুব জুবিলী উৎসবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও জিজাস ইয়ুদের কয়েকজন যুবকও এ বিশেষ জুবিলীতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

তথ্যসূত্র : news.va

কচ্ছপ, কুকুর ও কৃষক

ভাষান্তর : জাসিন্তা আরেং

একদা বন্য-প্রাণীদের গ্রামে দীর্ঘতম দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। বৃষ্টিও হচ্ছিল না। খাবারের অভাবে প্রাণীরা প্রায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। কচ্ছপটি খেয়াল করলো যে, এদিকে তার বন্ধু কুকুর খুবই স্বাস্থ্যবান এবং সতেজ। সে ঠিক করলো, তার বন্ধুর স্বাস্থ্যবান হওয়ার পিছনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতেই হবে। পরদিন, সে কুকুরটির কাছে গেলো এবং তাকে বললো, তোমার সাথে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক এবং তুমি আমার খুব ভালো বন্ধুও বটে। তুমি আমাকে বলতো, এই দুর্ভিক্ষের মধ্যেও গোলাপের পাপড়ির মত গাল ও মোটা পেটের অধিকারী তুমি কিভাবে হলে? এবিষয়টি আমার জানা খুবই দরকার, নাহলে খেতে না পেয়ে আমি হয়তো মারাই যাবো। কুকুরটি তাকে বললো, আসলে, রহস্য কিছুই নয়, এসবই আমার পরিশ্রমের ফল।

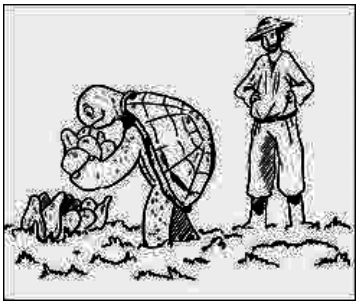

কচ্ছপটি কুকুরটির কথা বিশ্বাস না করে এবিষয়টি আরও খতিয়ে দেখার পরিকল্পনা করলো। সে আবারও তাকে বললো, বন্ধু তুমি যদি এই দুর্ভিক্ষ দূর করার উপায় পেয়ে থাকো, তাহলে আমাকে বলো, আমি কথাটি গোপন রাখবো। কুকুরটি তাকে কিছু বললো না। কচ্ছপটি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলো, কিন্তু তার মাথা থেকে বিষয়টি কোনভাবেই ঝেড়ে ফেলতে পারলো না সে। তাই সে তার বন্ধুর ওপর নজর রাখার পরিকল্পনা করলো।

পরদিন সকালবেলা একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে কুকুরটিকে একটি ঝুড়ি নিয়ে বের হতে দেখলো। কচ্ছপটি তার পিছু নিতে-নিতে প্রতিবেশি গ্রামে পৌঁছাল। কুকুরটি একটি খামারের কাছে গিয়ে থামলো এবং আশে-পাশে তাকিয়ে বাগান থেকে মিষ্টি আলু ঝুড়িতে ভরতে শুরু করলো। কচ্ছপটি কুকুরটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তাকে দেখে কুকুরটি ঘাবড়ে গেলো এবং রহস্য জানতে সে তার পিছু নিবে, সে ভাবতেও পারেনি। এক প্রকার বাধ্য হয়েই মিষ্টি আলু চুরির বিষয়টি কচ্ছপকে বলতেই হলো। এরপর থেকে এভাবেই তারা প্রতিদিন খামারে যেতো এবং প্রতিবারই কচ্ছপটি একটু বেশি করে মিষ্টি আলু আনতো। ফলে ফিরে আসতেও অনেক সময় লেগে যেতো। তাই, কুকুরটি তাকে সাবধান করে বললো, বেশি লোভ করলে একদিন বিপদে পড়তে হবে। কারণ, অল্প করে মিষ্টি আলু নিলে, পালাতেও সহজ হয়; কৃষকও ধরতে পারবে না। কচ্ছপটি তাকে বললো, চিন্তা করো না, আমি বর্ষাকালের জন্য খাবার যোগাড় করছি। কৃষক কখনই আমাদের ধরতে পারবে না।

পরদিন ভোরে ৫:৩০ মিনিটে কুকুরটি বললো যে, সে বাড়ি চলে যাচ্ছে। কিন্তু কচ্ছপটি মিষ্টি আলু তুলতেই ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পর কুকুরটি মাথায় ঝুড়ি নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলো। কচ্ছপটি তাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে অপেক্ষা করতে বললো, আমি একা ঝুড়িটি নিতে পারবো না। কুকুরটি তার কথায় সাড়া না দিয়ে কৃষকের ভয়ে চলতে লাগলো। কচ্ছপটি ঘন্টার পর ঘন্টা কুকুরটির সাহায্যের অপেক্ষায় বসে রইলো, ততক্ষণে কুকুরটি বাড়ি পৌঁছে গেলো। কৃষক তার খামারে পৌঁছে কচ্ছপটিকে মিষ্টি-আলু ভরা ঝুড়ির সাথে দেখে রাজার লোকদের হাতে বিচারের জন্য তুলে দিলো। কুকুরটি তার বন্ধুর করুণ পরিণতি দেখে ভীত হলো এবং কৃষকের জিনিস চুরি করে সে যে অন্যায় করেছে, তা উপলব্ধি করলো। সে প্রতিজ্ঞা করলো যে, আর কখনও লোভে পড়ে অন্যের জিনিস চুরি করবে না। কারণ, অন্যায় করলে একদিন কচ্ছপের মতো বিপদে পড়তে হবে এবং শাস্তিভোগ করতে হবে॥

Source: ***The Tortoise, the Dog and the Farmer***

A tale from Nigeria, West Africa

বন্ধু

সিস্টার কিমি লিউয়েন গমেজ এসসি

বন্ধু মানে জীবনের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ
বন্ধু মানে শূন্য খাতায় রঙ তুলির স্পর্শ।
বন্ধু মানে ছোট্ট বেলার পুতুল খেলার সাথি
বন্ধু মানে বৃষ্টিতে ভিজে
ফুটবল খেলায় মাতামাতি।
বন্ধু মানে নিজের টিফিন
ভাগাভাগি করে নেয়া
বন্ধু মানে কলেজের ফাঁকে
ফুচ্‌কা খাওয়ার মজা।
বন্ধু মানে সুখ-দুঃখ সহভাগিতা করা
বন্ধু মানে না বলা সব কিছু বুঝে ফেলা।
বন্ধু মানে অন্যের কষ্ট নিজে অনুভব করা
বন্ধু মানে বিপদের সময় না বুঝে
ঝাঁপিয়ে পরা।
বন্ধু মানে অন্যের জন্য নিজের ত্যাগস্বীকার
বন্ধু মানে ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ।
বন্ধু মানে একটি তরী দুজনে বেয়ে যাওয়া
বন্ধু বিনা আমাদের জীবনটাই বৃথা।
বন্ধু মানে নিরানন্দের মাঝে রংধনুর হাসি
বন্ধু মানে অন্ধকারে আলোর দিশারী।
বন্ধু মানে সকল সমস্যার উত্তম সমাধান
বন্ধু মানে ঈশ্বরের দেয়া সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার।
বন্ধু মানে অতি ব্যস্ততায় সময় করে নেয়া
বন্ধু মানে অচেনা পথে একই সাথে হাঁটা।
বন্ধু নির্বাচনে থাকা চাই সর্বদাই সতর্ক
সৎ বন্ধু আছে যার ধন্য তারাই ধন্য।
যিশুই হোক আমাদের বন্ধুত্বের প্রাণকেন্দ্র
ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা দিয়ে গড়ি
বন্ধুত্বের এই মধুর সম্পর্ক।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

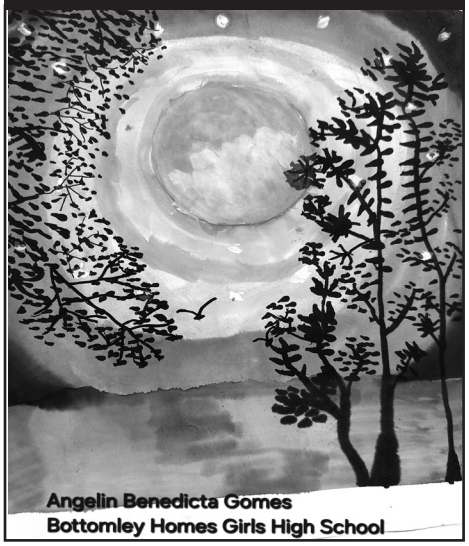

Angelin Benedicta Gomes
Bottomley Homes Girls High School

সাধ্বী রীতা'র গির্জায় অনুষ্ঠিত হলো উপাসনা সেমিনার

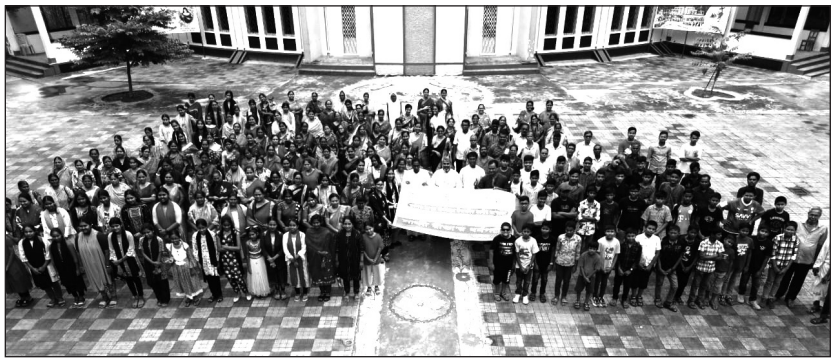

ডিকন জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু: ১ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার সকাল ৮ টায় মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে 'উপাসনা সেমিনার' আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ফাদার বার্ণার্ড রোজারিও পালপুরোহিত, সহকারী পালপুরোহিত ফাদার পিউস গমেজ, ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ এবং অন্যান্য ফাদারদের নাচ ও ফুলের মধ্য দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে মূলভাব ছিল: আশার তীর্থযাত্রায় উপাসনিক মণ্ডলীর অংশগ্রহণ। এই অনুষ্ঠানে মথুরাপুর ধর্মপল্লী থেকে সকলে যোগদান করেন। এই উপাসনা সেমিনারে অনুষ্ঠানে প্রায় ২৪৮জন উপস্থিত ছিলেন। প্রথম অধিবেশনে ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ বলেন, "উপাসনায়: আমাদের অংশগ্রহণ। উপাসনা শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ হল "নিকটে বসা"। ধর্মীয় অর্থে উপাসনা হলো ঈশ্বর বা স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম ভক্তি ও আত্মনিবেদন প্রকাশ করার একটি পদ্ধতি। এটি মানুষের আত্মা ও স্রষ্টার মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক গড়ার প্রয়াস।" এছাড়া দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি উপাসনার মূল দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন এবং শেষে অর্থাৎ তৃতীয় অধিবেশনে তিনি আত্মিক শান্তি লাভ, ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করার উপায় এবং আত্মশুদ্ধি ও আত্ম উন্নয়নের বিষয়ে সহভাগিতা করেন।

হলিক্রস স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হলো বিদায়-বরণ

ক্যাম্পাস প্রতিনিধি: গত ৩১ জুলাই শিক্ষার্থী, শিক্ষক, সহকর্মী, অভিভাবক এবং নানাস্তরের সুধীজনদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত হলো হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী'র প্রতিষ্ঠাতা-উপাধ্যক্ষ ব্রাদার অর্পণ ব্লেইজ পিউরিফিকেশন সিএসসি'র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। একইসাথে অনুষ্ঠিত হলো প্রতিষ্ঠানের নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ ব্রাদার তরেন যোসেফ পালমা সিএসসি'র বরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সেন্ট যোসেফ প্রভিন্স, বাংলাদেশের প্রভিন্সিয়াল ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি, বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ (অ্যাডমিন) ও স্কুল ইন-চার্জ ব্রাদার জনি গ্রেগরি সিএসসি এবং হলিক্রস ব্রাদারগণ। ব্রাদার অর্পণ ব্লেইজ পিউরিফিকেশন সিএসসি ত্যাগ করলেন তার নিরলস শ্রম, ভালোবাসা আর ত্যাগে গড়া রাজশাহীর ক্যাম্পাস। ২০২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যক্রম শুরু করা হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রায় সাড়ে তিন বছরের এই পথচলায় তিনি প্রথম উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। অন্যদিকে নতুন অধ্যক্ষ মহোদয়কে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অনাবিল শুভকামনায় বরণ করে নেয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। বাংলাদেশের প্রভিন্সিয়াল সুপিরিয়র ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি বলেন, ব্রাদার অর্পণ পিউরীফিকেশন হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শুরু থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এই প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান করেছেন। তিনি যেখানে যাবেন সেখানেও ঠিক একইভাবে সেবাদান করবেন। অন্যদিকে আমরা বিশ্বাস করি মহান সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ ও ব্রাদার তরেনের দূরদর্শী নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠান আগামীর দিনগুলোতে এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধি ও সাফল্যের পথে।

সৌজন্যে: বরেন্দ্র দূত

গোল্লা ধর্মপল্লীতে উপাসনা বিষয়ক সেমিনার

ডিকন তন্ময় যোসেফ কস্তা: বিগত ১ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, উপাসনা কমিটি, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ এর সহায়তায় গোল্লা ধর্মপল্লীতে "উপাসনা ও সংস্কার" এই মূলভাবের উপর উপাসনা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ফাদার রুবেন স্তেফান গমেজ, ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও, ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা, ডিকন তন্ময় যোসেফ কস্তা, ডোরা ডি' রোজারিও এবং ৫ জন সিস্টারসহ ১৮০ জন খ্রিস্টভক্ত। ডোরা ডি' রোজারিও এর পরিচালনায় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উক্ত

সেমিনারটি শুরু করা হয়। এরপর গোল্লা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। প্রথমে ফাদার রুবেন গমেজ তাঁর সহভাগিতা শুরু করেন এবং উপাসনার বিভিন্ন বিষয় তথা; উপাসনা কি, উপাসনায় আমাদের অংশগ্রহণ এবং একজন খ্রিস্টভক্ত হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ফাদার লিয়ন রোজারিও উপাসনা ও সংস্কারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সহভাগিতা করেন। এরপর ডোরা ডি' রোজারিও পাঠক-পাঠিকা ও গানের বিষয়ে কথা বলেন এবং তাদেরকে অনুশীলন করান যাতে তারা আরও সুন্দর ও ভক্তিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের বাণী পাঠ করতে পারেন এবং উপাসনায় গান পরিচালনা করতে পারেন। অতঃপর সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে ফাদারগণ উত্তর প্রদান করেন। পরিশেষে, ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া অংশগ্রহণকারী ও উপাসনা কমিটির সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মাউসাইদ ধর্মপল্লীর সংবাদ

নিজস্ব সংবাদাতা: গত ১ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যান্টারবেরী সাধু আগষ্টিনের গির্জা, মাউসাইদ ধর্মপল্লীতে ১১জন শিশু পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারে যিশুকে প্রথমবারের মত গ্রহণ করেন। প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদের বিশেষ এই খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার যাকব স্বপন গমেজ। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি শিশুদেরকে যিশুর সাথে বন্ধুত্ব গড়ার আহ্বান রাখেন এবং খ্রিস্টপ্রসাদ সব সময় গ্রহণ করতে উৎসাহ দেন। খ্রিস্টযাগ শেষে শিশুদের মাঝে সার্টিফিকেট ও উপহার প্রদান করা হয়।

একই সময় ধর্মপল্লীবাসী ও পালকীয় পরিষদের সদস্যগণ ফাদার যাকব স্বপনকে ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবাদানের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং পরবর্তী পালকীয় কাজের জন্য শুভাশিস জ্ঞাপন করেন। ভারপ্রাপ্ত নতুন পালপুরোহিত ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও'কে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

মথুরাপুর অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হলো শিশু মেলা ২০২৫

ডিকন জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু: ৩১ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, সকাল ৯ টায় সেন্ট রীটাস্ প্রাইমারী অডিটোরিয়ামে শিশু মেলা আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ফাদার পিউস গমেজ, সহকারী পালপুরোহিত, সিস্টার খ্রিস্টেল এসএমআরএ, সেন্ট রীটাস্ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা, সিস্টার নৈবেদ্য এসএমআরএ, সেন্ট রীটাস্ প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার ক্লারা এসএমআরএ, শিক্ষকবৃন্দ ও অভিভাবক সহ মোট ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে সিস্টার খ্রিস্টেল এসএমআরএ তার বক্তব্যে বলেন, "শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আমরা যারা পিতামাতাগণ আছি; আমরা যেন তাদেরকে পরিবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষার গঠন দিতে সাহায্য করি"। তারপরে শিশু মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এই মেলায় শিশুদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। শেষে সিস্টার নৈবেদ্য এসএমআরএ, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত ঘোষণা করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর **'পবিত্র ক্রুশের'** মহাপর্ব। তাই এই মহাপর্ব উপলক্ষে আপনাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও মতামত পাঠানোর জন্য আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাচ্ছি।

এছাড়াও ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠাতে পারেন।

আপনাদের লেখাগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ পূর্বে পাঠানোর জন্য অনুরোধ রইল।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

এসো দেখে যাও
COME AND SEE

পবিত্র ক্রুশ (হলি ক্রস)
ব্রাদার জীবনে তোমাকে
স্বাগতম !!!

মণ্ডলীর সেবা কাজের জন্য অনেক ব্রতধারী ব্রাদার প্রয়োজন
তুমি কি পবিত্র ক্রুশ (Holy Cross) সংঘের একজন ব্রাদার হয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় ব্রতী হতে আগ্রহী?

তোমরা যারা এ বছর এইচএসসি (HSC) বা এর উর্ধ্বে পরীক্ষা দিচ্ছ, তোমাদের জন্য আমরা পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সমাজ "এসো দেখে যাও" (Come & See) প্রোগ্রামের আয়োজন করতে যাচ্ছি। এ কোর্সে যোগদানে আগ্রহী ভাইদের স্বাগতম জানাই এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

যোগাযোগের ঠিকানা

পরিচালক
ব্রাদার শোভন ভিক্টর কস্তা, সিএসসি
পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ

১৬, মুনির হোসেন লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০
মোবাইলঃ ০১৬৩৩৮০৬১৮০, ০১৬১৬০৪২৩১৯

বিজ্ঞ/১৬৮/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৬০০/- (ছয়শত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ২৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 27
Regd. No. DA-33
✦ 10 - 16 August 2025, ২৬ শ্রাবণ - ১ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

সাফল্যের পথে আরও একধাপ এগিয়ে হাউজিং সোসাইটি...

সেবা সমূহ

- ক্যাফেটেরিয়া/রেস্টুরেন্ট
- কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট
- বাস্কেট বল খেলার মাঠ
- ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস
- পিক এন্ড ড্রপ সার্ভিস
- টেনিস খেলার মাঠ
- ফ্রি ইন্টারনেট
- কিডস জোন
- সুইমিং পুল
- জ্যাকুজি
- জীম
- লন্ড্রি
- স্পা

নীড় রিসোর্ট এন্ড রেস্টুরেন্ট
22/1, Block-A Demorpara, Pubail
Gazipur City Corporation, Gazipur, Dhaka.
+8801701010141
info@neerresort.com
https://www.facebook.com/NeerResort
https://neerresort.com/

- দিন ও রাত্রি যাপনের জন্য চার ক্যাটাগরির রুমের ব্যবস্থা
- সভা, সেমিনার করার জন্য সর্বোত্তম পরিবেশ ও সুসজ্জিত কনফারেন্স হল
- সুইমিং পুল ও জ্যাকুজির সুবিধা
- উন্মুক্ত মাঠ ও শিশুদের খেলার ব্যবস্থা
- ডাইনিং এর সুব্যবস্থা
- ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস সুবিধা
- গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা
- যেকোন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান ও পিকনিকের সুব্যবস্থা
- সারাদিনের জন্য ভাড়া নেয়া যাবে
- শান্তির নীড়ে বসবাসকারীদের জন্য সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা
- সুসজ্জিত বাগান ও সুসজ্জিত লবী
- সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা
- ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধা

- ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস ট্রেন
- হানি সুইং
- টুইস্ট
- পাইরেট শিপ
- মেরী গো রাউন্ড
- প্যারাট্রোপার
- সোয়ান এডভেঞ্চার
- ওয়াভার হুইল
- প্যাডেল বোর্ড
- হর্স কিডি রাইড
- মেরী গো রাউন্ড-০২
- বিগ আইস ফিস হেলিকপ্টার
- স্মাইল কিডি রাইড
- সফ্‌ট প্লে এরিয়া
- ট্রেম্পলিন
- এলিফেন্ট কেডি রাইড
- ডরিমন কেডি রাইড
- প্লেন কিডি রাইড
- টয়ট্রেন কিডি রাইড
- মিকি ট্রেইন

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

বিজ্ঞ/১৬৭/২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org